নব নীতি সার।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কবিরত্নের দ্বারা সংশোধন
পূর্ব্বক প্রকাশিত হইল।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

কলিকাতা।

[illegible]াপুর লেন ১৮ নং ভবনে [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা,
তদ্ভিন্ন ৸০ বারআনা মাত্র নির্দ্ধারিত করা গেল ইতি।
সন ১২৬৫ সাল তারিখ ১৫ ই আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

এই মহীমণ্ডলের মধ্যে বহু গুণবান ও জ্ঞানবান মহাশয়গণ সাধারণ মানবগণের হিতার্থে বহুবিধ সুনীতি বিষয়াদির নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন আমি তন্মধ্যে নবপ্রকার নীতি কথন প্রয়োগ করিয়া তাহাতে নব ২ উদাহরণদ্বারা নব প্রকার প্রমাণ সহিত নব নীতি সার নামক এক পুস্তক প্রথম ভাগ গদ্য প্রবন্ধে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিলাম এই পুস্তক পাঠ এবং শ্রবণে সাধারণ জনগণের ও বালকদিগের সুনীতি প্রতি মতি এবং সাতিশয় বোধোদয় হইবে ও গুণি জ্ঞানিগণের অন্তঃকরণে অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিবে এ জন্য ধন্য মান্য ও গুণাগ্র গণ্য মহাশয় সকলের প্রতি বি-

নম্র পুরঃসর নিবেদন এই যে ঐ অবিজ্ঞের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই পুস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন যেমত রাজহংসের পয়ঃ পানের কালে তোয় ত্যাগের ন্যায় । পুস্তকের দোষ ধারণ নাকরিলে এ অকিঞ্চনের উৎসাহ বৃদ্ধি দ্বারা বারম্বার নানা প্রকার উত্তম ২ রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হই ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনেরপি মতি ভ্রম ইত্যাদি ।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা বহুবাজারের ৺ হৃদয়রাম বন্দোপাধ্যায় লেন নম্বর ৬ বাটীতে কিম্বা মেজাপুরের মাখনওয়ালার গলিতে উক্ত যন্ত্রালয়ে লোক কিম্বা পত্র প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন ।

তারিখ ১৪ ই আশ্বিন, সন ১২৬৫ সাল । শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ । সাং বহুবাজার ।

নবনীতিসার।

প্রথম ভাগ।

প্রথম ইতিহাস।

যে যাচকের যে সময়ে যে দ্রব্যাদির অত্যাবশ্যক হয় তাহা যদ্যপি অসম্ভব না হয় এবং দাতার অসাধ্য না হয়, গ্রহীতার প্রয়াসানুসারে প্রদান করিলে মহাপুণ্যোৎপত্তি হয়, তাহার শত গুণাধিক মূল্যের দ্রব্য প্রদানে কোন ফল দর্শে না কিন্তু বিশেষে অধর্ম্ম ও হয়।

ইহার প্রমাণ।

গৌড় দেশে রঙ্গপুর গ্রামনিবাসী তারাপ্রসাদ শর্ম্মা ভিক্ষা করণাশয়ে মল্ল ভূমিতে গমন করিলেন,

দৈবাধীন এক দুর্গম কাননে প্রবেশ করিয়া লোকা-লয়া ভাবে ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল হইলেন, দিবা দ্বিতীয় প্রহরের পর সেই কাননের প্রান্তভাগে ভগবানপুর গ্রাম মধ্যে এক ভাগ্যবানের বাটীতে প্রবেশ করিলেন, সেই বাটীর কর্ত্তা প্রভুরাম শর্ম্মা অত্যাবশ্যক কর্ম্মানুরোধে আলয় হইতে বহির্গত হইতেছিলেন এমত কালে ক্ষুধার্ত্ত দ্বিজ প্রভুরামকে কহিলেন মহাশয়গো আমি ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি অন্ন জল ভোজন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। প্রভুরাম শর্ম্মা সে দীন দ্বিজের দুরবস্থা দর্শন করিয়া সাতিশয় সদয়ান্তঃকরণে নিজ প্রধান কর্ম্মচারি প্রতি অনুমতি করিলেন এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দ্বাদশ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বিদায় কর। দীন দ্বিজ কহিলেন অগ্রে ভোজন প্রদান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। প্রভুরাম সে কথায় মনোযোগ না করিয়া গমন করিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে সেই ক্ষুধাতুরে দ্বাদশ স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। তারাপ্রসাদ শর্ম্মা স্বর্ণ মুদ্রা গুলি লইলেন কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর-হেতু তৎকালীন সেধনে মনঃপূত হইল না, তৎ-কিয়ৎদূরে নানা ভক্ষণীয় দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা

পরম্পরায় শ্রবণ করিলেন কিন্তু শারীরিক ক্ষীণতা হেতু সেস্থল পর্য্যন্ত গমন করিতে অক্ষম হইলেন। প্রভুরাম শর্ম্মার বাটীর নিকটবর্ত্তি প্রতিবাসী গিরিধর শর্ম্মা নামক এক বিপ্র যৎসামান্য আবাসে বাস করেন, সে ব্রাহ্মণ সংস্থান হীন হেতু তৎপ্রতি প্রভুরাম শর্ম্মা অনুগ্রহ করিয়া মাসিক দশ মুদ্রা প্রদান করেন, তদ্দ্বারা পরিবার সহ গিরিধরের দিনপাত হয়, গিরিধর শর্ম্মা ভোজনার্থে বসিতে-ছিলেন এমৎসময়ে সেই ক্ষুধার্ত্ত দ্বিজ অতি ধীর গতিতে গিরিধরের বহির্দ্বারে গিয়া কহিলেন মহা-শয়গো ক্ষুৎপিপাসায় আমার প্রাণ বিয়োগ হওনের উপক্রম হইয়াছে অতি ত্বরায় অন্ন জল ভক্ষণ করাইয়া মহাপুণ্য প্রকাশ করুন। গিরিধর দ্বিজ শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি সদয় ভাবাপন্ন হইয়া আপন খাদ্য অন্ন ব্যঞ্জন ও সুশীতল জল ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণে শীঘ্র প্রদান করিলেন। তারাপ্রসাদ শর্ম্মা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, জঠরাগ্নি নিবারণান্তে অত্যন্ত সন্তোষান্তঃকরণে গিরিধরকে কহিলেন আ-মাকে অতিশয় তুষ্ট করিলা এই মহাপুণ্যে পর-মেশ্বর তোমাকে অতি ত্বরায় ধনবান করিবেন, ইত্যাদি অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া সেস্থান হইতে

প্রস্থান করিলেন। গিরিধর শর্ম্মা ক্ষুধিত ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান ধর্ম্ম ফলে দৈবাধীন নানা কর্ম্ম স্থু দ্বারা ধনাঢ্য হইলেন। প্রভুরাম শর্ম্মা সেই ক্ষুধা র্ত্তজনে খাদ্য প্রদান করেন নাই অর্থ প্রদান করিয়া ছিলেন সময় বিশেষে সে দানে ফল প্রাপ্তি ভিঃ মহা পাপোৎপন্ন হইবাতে দৈবাধীন নানা বিপদ ঘটনা দ্বারা ক্রমে২ সকল অর্থ সম্পত্তি ক্ষয় পাই বায় দৈন্য দশা ঘটিল, গিরিধর দ্বিজ আপন দুঃখের সময় প্রভুরামের অর্থে প্রতিপালিত হইতেন সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থে তৎপ্রত্যুপকার অত্যাবশ্যক বিবেচন করিয়া প্রভুরামকে মাসিক বিংশতি তঙ্কা প্রদান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এক দিবস ঐ দুই দ্বিজ এক স্থলে বসিয়া আছেন এমৎসময়ে এক জন উত্তম জ্যোতির্ব্বেত্তা তথায় উপস্থিত হই লেন, গিরিধর দ্বিজ আসন প্রদান করিয়া তাহাকে বসাইলেন, প্রভুরাম সেই গণককে কহিলেন আমার অনেক অর্থ সম্পত্তি ছিল কি দোষে সর্ব্বস্বান্ত হইল ও দরিদ্র দশা ঘটিল গণনা করিয়া বল, গণক গণনা দ্বারা দোষানুসন্ধান করিয়া কহিতে লাগিলেন, বহু দিন পূর্ব্বে এক দিবস দিবা দ্বিতীয় প্রহরের পর এক অতি ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ তব সন্নিধানে ভোজন

প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, ক্ষুৎপিপাসায় তাহার প্রাণ বিয়োগ হওনের উপক্রম কালে তুমি তাহার জঠরাগ্নি নিবারণের প্রতি মনোযোগ না করিয়া তাহাকে দ্বাদশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলা, সময় গুণে সে দানে পুণ্য ভিন্ন মহা পাপোৎপন্ন হইবায় দৈন্যদশা ঘটিয়াছে। প্রভুরাম পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত মনোদুঃখে খেদোক্তিতে কহিতে লাগিলেন হায় ২ আমি অতি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি বৎসামান্য অর্থের খাদ্য প্রদান ভিন্ন তৎসহস্র গুণাধিক অর্থদান করা ব্যর্থ প্রযুক্ত মহাপাপে আমার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গিরিধর দ্বিজ জ্যোতির্ব্বেত্তার প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার অত্যন্ত দৈন্যদশা ছিল কোন পুণ্যে ধনাঢ্য হইয়াছি তাহা বল। গণৎকার কহিলেন তুমি সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে নিজ খাদ্যান্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিয়াছিলা সেই মহা ধর্ম্মোপার্জ্জন সূত্রে ধনবান হইয়াছ।

দ্বিতীয় ইতিহাস।

যেব্যক্তি পুরুষানুক্রমে ধনাঢ্য এবং সৎবংশজাত সমত সৎজনের অনুগত থাকা ও তৎসহ বন্ধুত্বাদি

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাতে যশ ধর্ম্ম ও ধন মানাদি বৃদ্ধি হয়। আর যেজন আধুনিক বংশজাত ও অসৎ সন্তান স্বয়ং সঙ্গত্যাপন্ন হইয়াছে তাহার সহিত কোন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা অসৎ সংসর্গ দোষে নানা বিপদ ঘটনা হয়।

ইহার প্রমাণ।

বিদর্ভনগর নিবাসী রাজা শালধ্বজ রায় মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া স্বীয় ক্ষমতায় বহু দেশাধিকারী হইলেন সে রাজার একটী পুত্রোৎপত্তি হইল তাহার নাম নীলধ্বজ রাখিলেন। নীলধ্বজের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে রাজা শালধ্বজ নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, রাজা দীর্ঘকাল পীড়িত থাকাতে শত্রুপক্ষ দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট এবং চির সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইলেন। রাজা আপন আসন্ন সময়োপস্থিত জানিয়া নিজ পুত্র প্রতি কহিলেন, দৈবাধীন আমাদিগের দুরবস্থা ঘটিয়াছে অতএব কিছু হিতোপদেশ কহি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর যে জন পুরুষানুক্রমে ধনাঢ্য এবং সৎকুলোদ্ভব এমত জনের অনুগত হইবে ও তৎ সহ বন্ধুতা ব্যবহার করিবে। আর যে জন অসৎ বংশজা

ও আধুনিক সন্তান স্বয়ং ধনাঢ্য হইয়াছে তাহার সহিত কোন ব্যবহার করিওনা, ইহা কহিয়া রাজা শালধ্বজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, রাণী আপন পতির সহিত সহগামিনী হইলেন। কিছুকাল পরে রাজপুত্র নীলধ্বজ সাম্রাজ্যালয়ে যত্সামান্য ন্যায় একাকী স্থিতিহেতুক আত্যন্তিক চিন্তিত হইলেন। নানা দেশ ভ্রমণাশয়ে ও অর্থ উপার্জ্জনার্থে এবং পিতার বাক্য পরীক্ষা কামনায় উত্তরাভিমুখে একাকী গমন করিলেন, কিছুদিন ভ্রমণানন্তর রাজধানী জম্বুকনগরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন. পথিমধ্যে এক প্রাচীন মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এস্থলের রাজার নাম কি এবং এব্যক্তি পুরুষানুক্রমে রাজা কি স্বয়ং রাজা হইয়াছেন। প্রাচীন কহিলেন এ রাজার নাম প্রসন্নসিংহ ইনি অতি আধুনিকের সন্তান এই দেশাধিপতি রাজা ভীষণসিংহ নিঃসন্তান হেতু ইহাকে পোষ্য পুত্র লইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নীলধ্বজ শ্রবণ মাত্রে আপিন পতার বাক্য পরীক্ষা করণাশয়ে রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নৃপসভা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃপতিকে প্রণতি করিলেন। রাজা প্রসন্নসিংহ নীলধ্বজকে অতি সুশ্রেণী যুক্ত দৃষ্টি করিয়া সমাদর

পূর্ব্বক উত্তমাসনোপরি উপবেশন করাইয়া নাম ধামাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন যুবরাজ কহিলেন বর্দ্ধনগরে শালধ্বজ নামে যে রাজা ছিলেন আমি তাঁহার সন্তান আমার নাম নীলধ্বজ, শত্রু পক্ষদ্বারা আপন রাজ্য ও অর্থ সম্পত্ত্যাদিতে বঞ্চিত হইয়া স্বদেশত্যাগী হইয়াছি, নিতান্ত নিরুপায় হেতু আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, মহারাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে নিজ সংসারে রাখিয়া প্রতি পালন করুন। রাজা প্রসন্ন সিংহ বিদ্যাদি পরীক্ষা দ্বারা নীলধ্বজকে গুণবান জানিয়া নিজ সংসারের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন, রাজা প্রাচীনাবস্থা হইয়াছেন তাহার একটী সন্ততিমাত্র তাহার নাম কুলোজ্জ্বলা, নীলধ্বজকে রাজরীতি নীতিতে নিপুণ দেখিয়া রাজা তাহাকে সেই কুলোজ্জ্বলা কন্যা সম্প্রদান করিলেন, পরে জামাতাকে সুনীতিমান দৃষ্টি করিয়া এবং তৎ সৎব্যবহারে সাতিশয় বশীভূত হইয়া তাহাকে আপন সিংহাসন প্রদান করিলেন। নীলধ্বজ রায় রাজ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া নানা ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগ দ্বারা পরম সুখে রহিলেন, কিন্তু রাজা প্রসন্ন সিংহের চরিত্র বুঝিবারকোন উপায় প্রাপ্ত হইতেছেন না। বৃদ্ধ রাজা একটী ময়ূর পুষিয়াছিলেন, সে

ময়ূরটিকে নিত্য২ অপূর্ব্ব আহার প্রদান পূর্ব্বক তৎ প্রতি অতি যত্নবান হইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, সেই ময়ূর অনুচরগণের ক্রোড়ে নিয়ত স্থিতি হেতু মানবের অত্যন্ত বশীভূত হইল। একদা রাজা নীলধ্বজ সেই শিখিটাকে নির্জ্জন স্থানে দৃষ্টিমাত্র তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদনে সঙ্গোপনে লইয়া অতি দ্রুতগতি পূর্ব্বক এক নির্জ্জন স্থানে নিজানুচর সদনে রক্ষা করিলেন, তৎপ্রতি সেই গুপ্ত বিবরণ ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া প্রত্যাগতি করত শ্রেষ্ঠ নৃপাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। রাজা প্রসন্ন সিংহ প্রিয়তর ময়ূরটীকে অদৃষ্ট হেতু যথেষ্ট উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে তদন্বেষণে বহু অনুচরগণে নানা স্থানে প্রেরণ করিলেন। অনুচরগণ নৃপানুমতি অনুসারে সঙ্গোপনে স্থাবরে ও স্থানান্তরে তত্ত্ব করিল কোন স্থানেই ময়ূর প্রাপ্ত হইল না। বৃদ্ধ নরপতি অতি ব্যথিত চিত্তে দ্রুতগতি রাজ সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া নীলধ্বজ নৃপতি প্রতি কহিলেন আমি সেই আনন্দের শিখিটীর কারণ ব্যাকুল হইয়াছি শীঘ্র প্রাপ্তির উপায় কর। রাজা নীলধ্বজ কহিলেন সে ভুজঙ্গভুক্ প্রত্যূষকালে আমার গাত্রে পতিত হইয়া চঞ্চু নখাঘাত করাতে আমি ক্রোধ শান্তি করণে,

অপারক হইয়া সে দুষ্ট বিহঙ্গমকে বিনাশ করিয়াছি। বৃদ্ধ রাজা সে নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ মাত্র অত্যন্ত ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন, ওরে দুরাচার সহসা অতি অনুচিত কর্ম্ম কোন্ সাহসে করিলি, আমাকে সামান্য জ্ঞানে অমান্য করিয়া মহা মনঃপীড়া জন্মাইলি বুঝি রাজ্য পাইয়া মাত্সর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে, আমার প্রাণ তুল্য ময়ূরটাকে মারিলি তোর কিছুমাত্র আশঙ্কা ও দয়া হইল না, ইত্যাদি অনেক ভত্র্সনা করিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিজ জামাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, কাচের বিচ্ছেদে রত্নের প্রতি অযত্ন, অসৎ বংশ জাত হেতু এমত দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিল, মন্ত্রিবর বৃদ্ধ রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন মহারাজ সামান্য ময়ূর পক্ষির কারণ আপন জামাতাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে সামান্য মনোবেদনায় রাগান্বিত হইয়া এমত নিষ্ঠুরতাচরণ করিলে বিধবা কন্যা দৃষ্টিগোচরে যাবজ্জীবন বিনা হুতাশনে দেহ দগ্ধ করিতে থাকিবে। সভাসদ্গণ ইত্যাদি নানা মত বুঝাইলেন তথাচ তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইল না, জামাতার মস্তকচ্ছেদনাশয়ে অস্ত্র পাণি হইয়া তত্প্রতি ধাবমান হইলেন। নীলধ্বজ রায় অতি ভীতান্তঃকরণে

পলায়ন করিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন পিতার শিক্ষিত কথা সপ্রমাণ হইল, ময়ূর রক্ষাস্থলে গমন করত একখানি পত্র লিপি করিলেন, পিতৃবাক্য পরীক্ষা কামনায় গমন করিয়া চরিত্র জ্ঞানার্থে ময়ূর পক্ষিকে গোপনে রক্ষা করিয়া আপনার ব্যবহার বুঝিলাম, ইত্যাদি বিস্তার লিপি পত্র ও ময়ূরটি রাজা প্রসন্ন সিংহকে অর্পণ কারণ আপন ভৃত্যের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়া সচ্চরিত্র পরীক্ষা কামনায় পূর্ব্বাভিমুখে একাকী গমন করিলেন। যুবরাজের অনুচর ময়ূর ও লিপি পত্র বৃদ্ধ নৃপতিকে অর্পণ করিল। রাজা আপন ময়ূর প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন. আপন জামাতার লিখন পাঠান্তে লজ্জিত হইয়া সেই ভৃত্য প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন নীলধ্বজ কোন স্থানে আছেন। ভৃত্য কহিল তিনি কোথায় গমন করিলেন নিশ্চয় জ্ঞাত নহি। রাজা বহু অনুচর প্রেরণ দ্বারা তিন দিবস অহর্নিশি নীলধ্বজকে অন্বেষণ করিয়া তাহার তত্ত্ব না পাইবাতে অতি দুঃখিত রহিলেন। নীলধ্বজ রায় দ্রুত গমনে দশ দিবসান্তে রাজধানী কর্ণাট নগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া পথি মধ্যে এক অতি বৃদ্ধ মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এস্থানের রাজার নাম কি, এবং এব্যক্তি

পুরুষানুক্রমে রাজা কি স্বয়ং রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ কহিলেন এ রাজার নাম গুণাধিপ ইহার কোন্ পূর্ব্ব পুরুষাবধি রাজ্যাধিকারী তাহা আমার প্রপিতামহও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। নীলধ্বজ রায় শ্রবণ করিয়া আত্যন্তিক সন্তোষান্তঃকরণে সচ্চরিত্র পরীক্ষা মননে গুণাধিপ নৃপসন্নিধানে গমন করিয়া সেই নরবরে নমস্কার করিলেন। রাজা গুণাধিপ নীলধ্বজের সৌন্দর্য্য দর্শনে অনুমান দ্বারা নৃপবংশজাত জ্ঞান করিয়া সমাদর পূর্ব্বক উত্তমাসনে উপবেশন করাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ আপন নাম ধাম ও পিতার নাম এবং শত্রুপক্ষ দ্বারা সর্ব্বস্বান্তাদির সমস্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আশ্রয়াকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছি যদ্যপি মহাশয় নিজ সংসারে রীতিমত কোন কর্ম্ম সূত্রে আমাকে রক্ষা করেন তবে আপনার প্রতিপালিত হইয়া থাকি। রাজা কিছুদিন ব্যবহারদ্বারা নীলধ্বজকে বিদ্যা বুদ্ধিমান ও সুনীতিমান জ্ঞাত হইয়া শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাচারি করিলেন। রাজা গুণাধিপের ত্রিকাল বয়স উপস্থিত তথাচ পুত্রাপত্যোৎপত্তি হয় নাই, নীলধ্বজকে সর্ব্বগুণান্বিত দৃষ্টি করিয়া তৎপ্রতি পুত্র সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন

বৎস তোমার সচ্চরিত্রে আমার মনঃপূত জন্মিবাতে তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহোৎপত্তি হইয়াছে, তুমি অদ্যাবধি আমার সন্তান হইলা তোমাকে নৃপাসনে উপবেশন করাইয়া আমার সকল অর্থ সম্পত্তির অধিপতি করিব। নীলধ্বজ কহিলেন আমি আপন রাজ্য ও পিতৃ মাতৃ হীন হইয়াছি পুনরায় সেই সকল পাইব ইহার অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে। রাজা গুণাধিপ আপন পট্টমহিষী বিচিত্রার সহিত পরামর্ষ করিয়া অতি পবিত্রচিত্তে নীলধ্বজ যুবরাজকে নিজ রাজ্যে রাজা করিলেন। নীলধ্বজ অতি ধর্ম্ম-পরায়ণ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনাদি করণ পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম সকল উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজার সুবিচার এবং সুনীতিতে সে রাজ্যে শস্যাদি সংপূর্ণ উৎপন্নদ্বারা প্রজা সকল পরম সুখী হইল। কিছুকাল পরে গুণাধিপ রাজার প্রাচী-নাবস্থায় এক পুত্রোৎপত্তি হইল, রাজা ও রাজরাণী চম্পকা পরমানন্দে মগ্ন হইয়া পুত্রের কল্যাণার্থে বহু অর্থ সম্পত্তি ব্যয় করিয়া নিত্য ২ নানা আন-ন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। রাজকুমারের নাম জ্ঞানাধিপ রাখিলেন, সে শিশু শুক্লপক্ষের শশধর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, বয়ঃক্রম ক্রমে ২ দুই

বৎসরাতীত হইল। রাজা নীলধ্বজ এক দিবস অতি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয়নাগারের বহির্গত হইয়া দৃষ্টি করিলেন জ্ঞানাধিপ শিশু মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বহির্দ্বারে বাল্যক্রীড়া করিতেছেন; দৃষ্টিমাত্র তাহাকে ত্বরায় ক্রোড়ে করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক সঙ্গোপনে লইয়া গমন করত সেই নগর-প্রান্তে এক পুষ্পোদ্যানে সেই উদ্যান রক্ষক গণ স্থানে রক্ষা করিলেন, এবং রক্ষকগণদিগকে তদ্বিবরণ সকল জ্ঞাত করিয়া কহিলেন জ্ঞানাধিপকে উত্তম খাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক ভুলাইয়া অদ্য দিবা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্গোপনে রক্ষা কর তৎপরে লইয়া যাইব। রাজা গুণাধিপ এবং রাজরাণী জ্ঞানাধিপকে দেখিতে না পাইয়া অনেক অন্বেষণ করিয়া পুরবাসি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সে প্রাণাতিরেক পুত্রের দর্শনাভাবে উভয়ে জীবনহীন মীনের ন্যায় জীবন মধ্যে যাতনাযুক্ত হইলেন নৃপতির আজ্ঞানুসারে বহু নৃপানুচর গণ নৃপতির পুত্রকে নানা-স্থানে অনেক অন্বেষণ করিয়া দর্শনাভাবে রাজ রাণীর প্রতি সেই অপ্রাপ্তি বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। রাজা নিজ নেত্র পুত্তলি পুত্রকে নিরীক্ষণাভাবে সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। বিচিত্রা

রাণী বৎসহারা গাভির ন্যায় বৎসহীন হইয়া পুত্রের অনুদ্দেশে ছিন্ন ভিন্ন বেশে ঊর্দ্ধকরে উচ্চৈঃস্বরে হা হতোস্মি বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক নানা করুণা করিয়া ক্রন্দন করিতে ২ কহিতে লাগিলেন, আমি নানা দেবারাধনায় পরমযত্নে পুত্ররত্নে প্রাপ্ত হইয়া হারাইলাম, হায় কি হইল আমার প্রাণাতিরেক কোথায় রহিল, দুগ্ধপোষ্য বালককে যে হরণ করিল সে নির্দ্দয় সদয় ভাবে আমার হৃদয়ের ধনকে অর্পণ করিলে তাহাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়া বত্সধনে বক্ষস্থলে ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা দিনপাত করিব, ওরে জ্ঞানাধিপবত্স তোমার বিয়োগে প্রাণ নিয়োগ হওন উদ্যোগ হইয়াছে, একবার আমার ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া গ্রীবা ধারণ করিয়া চন্দ্র বদনে জননী সম্বোধনে মহাশোক নিবারণ কর, সন্তানের বিয়োগে চম্পকার পয়োধরে অনিবার দুগ্ধ নির্গত হেতু অতিশয় শোকে ক্রন্দন করিতে ২ কপালোপর কঙ্কনাঘাত করিলেন তাহাতে রুধির ও নীর ও নয়ন নীর ও ক্ষীর বক্ষস্থলে একত্রিত হইযাতে পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গেল। এমতে দিনার্দ্ধ গত হইল। রাজা গুণাধিপ শোকানলে ব্যাকুল হইয়া নগর মধ্যে যে ঘোষণা করিলেন, আমার পুত্রকে যে আনয়ন করিয়া

বিশ্বাসঘাতক অতি পাতক দুরাচার শোক সেল ক্ষেপণ করিয়া আমার পঞ্জর ভঞ্জন করিলি, আমার হৃদয়ের সম্পত্তি হরণ করিয়া উত্তম যশঃকীর্ত্তি প্রকাশ করিলি খল স্বভাব হিংস্রক ব্যাঘ্র ও সর্পের ন্যায় ক্রূরকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিলেও অহিত করণে কোন ক্রমেই ক্রুটি করে না, পরম পাতকিকে রাজ্য প্রদান করিয়া সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইলাম, হায় উপায় কি করি কোথা হইতে কুলাঙ্গার আসিয়া আমার পুত্র রত্ন ধনে বিনাশ করিল, চম্পকা রাণী এইরূপে বহু শোকাদি উল্লেখ পরে নিজ পতি প্রতি অতি জাতক্রোধে কহিলেন মহারাজ এ অতিরিক্ত ভক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বনাশ করিলা আমার পুত্রহন্তা পাপিষ্ঠকে শীঘ্র বিনাশ কর, শীঘ্র বিনাশ কর। রাজা গুণাধিপ কিঞ্চিৎকাল চিন্তিয়া নিজ জায়াকে নানা হিতোপদেশ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন সংসার ধর্ম্মাক্রান্ত গণের বিপদ ও সম্পদ ঘটনা সর্ব্বদাই শশধরের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় জানিবে সকলি জগৎ চিন্তামনির ইচ্ছায় হয় আমারদিগকে পুত্রশোক রূপ মর্ম্মবেদনা পাইতে হইবে ইহা বিধি কৃত কর্ম্ম কদাচ খণ্ডন হইবার নহে, আমাদের পূর্ব্ব-কৃত মহা পাপে এই মহা শোক ঘটিল, নচেৎ নীল-

ধ্বজ অতি সচ্চরিত্রবান এরূপ সুবোধদ্বারা এ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নহে; নীলধ্বজ রাজা হইয়াছে কিন্তু আমার অধীন আছে স্বাধীন হয় নাই আমি স্বেচ্ছা-নুযায়ি শাসন করিতে পারি কিন্তু তাহা উচিত নহে যাহা হইবার হইয়াছে নীলধ্বজকে সংহার কিম্বা দূরীকরণ করিলে তদ্দারা উভয়কুল ক্ষয়হেতু আজন্ম শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া বিপুল ক্লেশ পাইতে হইবে. অতএব এ জনে জ্যেষ্ঠ সন্তান জ্ঞান করিয়া শোকাদি সম্বরণ কর, আর এই কথা প্রকাশ করিও না তাহাতে এ প্রদেশের প্রজাগণ প্রভৃতি ইহাকে পরম পাতকি জানিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না যাহার এতাদৃশ দোষ মার্জ্জনা করা হইল তাহার মহা নিন্দা জগৎ সংসারে ঘোষণা রাখা কর্ত্তব্য নহে। নীলধ্বজ রায় গুণাধিপ নৃপতির অতি সুনীতি বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সে রাজাকে গাম্ভীর্য্য ও সহ্য গুণাবলম্বি এবং সুবিবেচক জানিয়া তৎপ্রতি বহু ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মহারাজ শ্রবণ করুন, আমার পিতা আমাকে এই নীতি শিক্ষা করাইয়া-ছিলেন যে সৎবংশজাত সজ্জন ধনাঢ্যের অনুগত থাকিবে কারণ তাহার স্থানে গুরুতর অপরাধী হই-লেও তৎসচ্চরিত্রে সে বিপদে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে

পারে, আর যে ব্যক্তি অসৎ বংশজাত দুঃশীল ও স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনাঢ্য তাহার সহিত কোন ব্যবহার করিও না যেহেতু তাহার স্থানে সামান্যাপরাধী হইলে তাহার অসৎ ব্যবহার বিধায় গুরুতর ক্লেশ পাইতে হয়, পিতার সেই সকল নীতি বাক্য পরীক্ষা কামনায় আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া গুণাধিপকে গোপনে রক্ষা করিয়া তাহাকে বিনাশ করা মিথ্যা কহিয়া আপনার চরিত্র বুঝিলাম, মহাশয় যে মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এতাদৃশ সচ্চরিত্র মানবের প্রতি সম্ভবে না, আমার বোধ হয় আপনার তুল্য ধৈর্য্য মাধুর্য্য সহ্য গুণাবলম্বি জন জগৎ সংসারে নাই, ইত্যাদি অশেষ প্রশংসা করিয়া জ্ঞানাধিপকে আনয়ন করত রাজা ও রাণীকে প্রদান করিয়া উভয়ের শোকানল নির্ব্বাণ করিলেন। বৃদ্ধরাজা আপন নন্দনে ক্রোড়ে করিয়া যেন মৃতদেহে প্রাণ প্রাপ্ত হইলেন। চম্পকা রাণী সে হারাধন পুত্র রত্নকে নিজ বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া মুখ মণ্ডলে বারম্বার চুম্ব প্রদান পূর্ব্বক বহু সমাদরে স্তন পান করাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রাজা রাজা নীলধ্বজকে কহিলেন তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি আমরা স্ত্রী পুরুষ অবর্ত্তমানে তোমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানা-

ধিপকে যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিবে। নীলধ্বজ কহিতে লাগিলেন মহারাজ শ্রবণ করুন জম্বুক নগরে রাজা প্রসন্ন সিংহের একটি তনয়া মাত্র সে রাজা আমাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন সেই স্থানে কিষণ সিংহ নামক নৃপতি ছিলেন তিনি নিঃসন্তান হেতু সেই প্রসন্ন সিংহকে পোষ্যপুত্র লইয়া নিজ রাজ্য প্রদান করিয়া মৃত হইয়াছেন রাজা প্রসন্ন সিংহ একটি ময়ূর পুষিয়াছিলেন আমি চরিত্র বুঝিবার মানসে সেই শিখিটিকে গোপন স্থলে স্থাপন করিয়া বিনাশ কথা প্রকাশ করাতে সেই রাজা অসৎ বংশজাত দোষে আপন হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্তঃকরণে তীক্ষ্ণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আমাকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তৎকালে পলায়ন পূর্ব্বক চরিত্র পরীক্ষাদি বিবরণ সম্বলিত লিপি পত্র ও ময়ূরটি সেই রাজার স্থানে প্রেরণ করিয়া একাকী আসিয়াছি, আমি বোধ করি তাহারা আমার কারণ দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়াছেন অতএব আমাকে বিদায় করুন, পরমেশ্বর আপনাকে পুত্র প্রদান করিয়াছেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞানাধিপকে রাজা করিয়া পরমাহ্লাদে রহিবেন পিতৃ ধনাধিকারী সন্তান ইহা শাস্ত্রা-

দিতে সদর্থ বিধান আছে পুত্রের সুখ সম্ভোগ দর্শন হইতে পিতা মাতার অধিক চিত্তের আনন্দ জনক আর কি আছে অতএব জ্ঞানাধিপ পৈতৃক রাজ্যে রাজা হইবেন আমাকে বিদায় করুন, রাজা গুণাধিপ কহিলেন রাজা প্রসন্ন সিংহ তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন অতএব সংপ্রতি তাহার চিত্ত কিপ্রকার ইহা না জানিয়া সহসা গমন করা কর্ত্তব্য নহে। নীলধ্বজ রায় কর্ণাট নগরে আপনার রাজ্য প্রাপ্ত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত লিপি করিয়া সেই লিপি পত্র সম্বলিত একজনা বলবান্ দূতকে জম্বূক নগরে রাজা প্রসন্ন সিংহের সমীপে প্রেরণ করিলেন, সে দূত অতি দ্রুতগতি পূর্ব্বক পঞ্চ দিবস মধ্যে জম্বূক নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা প্রসন্ন সিংহকে প্রণাম করিয়া সেই লিপি পত্রাবলি অর্পণ করিলেন। রাজা প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি নীলধ্বজের অন্বেষণাভাবে অত্যন্ত ভাবিত ছিলেন পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সন্তোষান্তঃকরণে আপন জামাতাকে আনয়ন কারণ বহু হয় হস্তি পদাতিক সংহতি লইয়া গমন করিলেন একাদশ দিবস মধ্যে কর্ণাট নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া গুণাধিপ ও নীলধ্বজ উভয়ের সন্নিধানে আপন গমন বৃত্তান্ত জ্ঞাত কারণ একজনা

দূতপ্রেরণ করিলেন। তাহারা রাজা প্রসন্ন সিংহের গমন শ্রবণ করিয়া আনয়ন কারণ উভয়ে অগ্রগামী হইয়া পথিমধ্যে ঐ রাজা গুণাধিপ রাজা প্রসন্ন সিংহের সহিত প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক উভয়ে পরস্পর শিষ্টাচার করিলেন। নীলধ্বজ রাজা প্রসন্ন সিংহকে প্রণাম করিলেন, প্রসন্ন সিংহ রোদনমুখ হইয়া আপন জামাতার প্রতি কহিলেন, বৎস তোমার অনুদ্দেশে আমরা সপরিবারে যে পর্য্যন্ত মনোদুঃখী হইয়াছিলাম তাহা কহিতে সক্ষম নহি, তোমার বিচ্ছেদে প্রজা প্রভৃতি সকলে হাহাকার করিতেছে আর যাদৃশ চন্দ্রোদয় ভিন্ন রজনীতে সংসার তিমির-ময় হয় তদ্রূপ তোমা ব্যতিরেকে জনক নগর অন্ধ-কার ময় হইয়াছে আমি তোমাকে না দেখিয়া শোক সাগরে কূল অভাবে ব্যাকুল হইয়া রাজকীয় কর্ম্ম করণে অশক্ত জন। নৃপশূন্য রাজ্য ক্ষয় হইবার উপ-ক্রম হইয়াছে। বৎস চল ২ আর বিলম্ব করিও না ত্বরায় গমন করিয়া আপন রাজ্যাদি সম্পত্তি সকল রক্ষা কর, তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত রাগ উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু পরমস্নেহ পাত্র ও অত্যাজ্য ব্যক্তির প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও হতশ্রদ্ধা সর্ব্বকাল থাকে না ইহা বিবেচনা না করিয়া তুমি দেশত্যাগী হইয়া

আমাকে লজ্জা ও মনঃপীড়া প্রদান করা অনুচিত হইয়াছে প্রসন্ন সিংহ ইত্যাদি খেদোক্তি দ্বারা অনেক শিষ্টাচার করিলেন, নীলধ্বজ রায় গমন করণে সম্মত হইলেন। সিংহ সে দিবস সমাদরে তথায় স্থিতি করিয়া পর দিবসে রাজা গুণাধিপের স্থানে জামাতার সহিত স্বদেশ গমন প্রার্থনা করিলেন। গুণাধিপ নীলধ্বজকে নিজ স্থানে স্থায়ী করণার্থে অনেক যত্নবান হইলেও তথাচ তাহাকে গমনেচ্ছুক দৃষ্টি করিয়া বহু হয় হস্তি গো মহিষ ও রত্নাদি নানা অর্থ সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া বিদায় করিলেন। রাজা নীলধ্বজ ও রাজা প্রসন্ন সিংহ দ্বাদশ দিবস মধ্যে জম্বুক নগরে উপস্থিত হইলেন, নীলধ্বজের স্বদেশ গমনে সে নগর ও রাজপুরী নিবাসিগণ পরমানন্দ চিত্তে আপন বহির্দ্বারে পূর্ণঘট স্থাপন ও কদলী বৃক্ষ রোপণাদি নানা মঙ্গলাচরণ করিলেন। রাজা প্রসন্ন সিংহ নিজালয়ে প্রবেশ মাত্র নীলধ্বজকে নৃপাসনোপরি উপবেশন করাইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ নিবারণ করত আনন্দিত হইলেন, নীলধ্বজ রায় পূর্ব্বমত রাজকীয় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীসহ পরম সুখ সম্ভোগদ্বারা কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় ইতিহাস।

বালক সকলের শৈশবকাল গতে অর্থাৎ তাহারদের ভোজন এবং গমনাদির যে স্বাধীনতা তৎ সময়ের পরাবধি বিদ্যা শিক্ষাদি সকল বিষয়ে পরিশ্রম না করা অতি অনুচিত আর শিশু সকলকে নিত্য ২ উত্তম দ্রব্য ভোজন ও উত্তম শয্যা ও উত্তম বসনাদি প্রদান ও ভৃত্যদ্বারা সেবন কেবল এই সকল অভ্যাস করাণ কর্ত্তব্য নহে, এবং যুবা পুরুষের প্রতিও ঐ সকল অবিধেয় কারণ দৈবাধীন ধনহীন হইলে সুখ সেবাদির অভ্যাস দোষে পরিশ্রম করিতে অসমর্থ হইবাতে তাহাদিগকে নানা ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়।

ইহার প্রমাণ।

গৌড়দেশে গোপীনাথপুর গ্রামনিবাসী জগদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নামা এক বিপ্র ক্রমে দুই বিবাহ করিলেন কিছুকাল পরে সেই দুই রমণীর দুইটি পুত্রোৎপত্তি হইল, জ্যেষ্ঠার পুত্রের নাম প্রেমানন্দ ও কনিষ্ঠার পুত্রের নাম রামানন্দ সেই শিশুদ্বয়ের

পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহাদের পিতা জগদা-
নন্দ দ্বিজ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন তাহার তৃতীয়
বৎসর পরে রামানন্দের মাতা আপন চরমকা-
লোপস্থিতি জানিয়া নিজ সপত্নী প্রতি অতি বিনতি
পূর্ব্বক কহিলেন ভগ্নি গো দেখ আমার প্রাণ
বিয়োগ হওনের উপক্রম হইয়াছে আমারদিগের
অর্থ সম্পত্তি সকল অদ্যাবধি তোমার হস্তগত হইল
আমার শিশু সন্তানটিকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতি
পালন করিও আপনার দুইটি পুত্র হইল ইহা কহিয়া
সে রমণী প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, প্রেমানন্দের
মাতা গঙ্গাবতী অতি ক্রূরা ছিলেন আপনার পুত্র
প্রেমানন্দকে পরিশ্রম করিতে না দিয়া অতি যত্ন
পূর্ব্বক ক্ষীর ছেনক ওঁ ঘৃত পক্কাদি নানা উত্তম দ্রব্য
ভোজন এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং উত্তম শয্যায়
শয়ন প্রভৃতি বহু সুখ সম্ভোগে রক্ষা করিয়া সপত্নী
পুত্র রামানন্দকে নিত্য ২ অতি অপকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন
ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান ও কদর্য্য শয্যায় শয়ন এবং
নানা স্থানে প্রেরণাদি দ্বারা নানা ক্লেশ দিতে লাগি-
লেন। রামানন্দ বালক বিমাতার নিকট ব্যাঘ্র
সম্মুখে মৃগের ন্যায় ভীতান্তঃকরণে কালযাপন
করেন। সে বালকের মনোদুঃখোদয়ে রোদনোদয়

হইলে বিমাতার তাড়না ভয়ে নয়নের নীর সম্বরণ করিয়া বিরলস্থলে গমন করত আপন জননীকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে২ কহে হায় কি উপায় করি, আমার এ সংসারে কেহ নাই কোথায় যাই. মাতা গো কি করিলে আমায় কেন সমভিব্যাহারে না লইয়া গেলে, আমাকে রাক্ষসীর স্থানে রক্ষা করিয়া কোথায় গিয়া রহিলে আমি আর বিমাতার তাড়না সহ্য করিতে পারি না। সে বালক নিতান্ত নিরুপায় বশতঃ অতি হতশ্রদ্ধাতেও বিমাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিল। এক দিবস প্রেমানন্দ কহিল মাতা আমি দুগ্ধের সরভাজা খাইব, গঙ্গাবতী পুত্রের প্রয়াসানুসারে সরভাজা ক্রয় কারণ রামানন্দকে প্রেরণ করিল। রামানন্দ গ্রাম মধ্যে অনেক অন্বেষণ করিলেন তথাচ সরভাজা না পাইয়া গৃহে প্রত্যাগতি পূর্ব্বক কহিলেন মাতা গো অনেক তত্ত্ব করিলাম কুত্রাপি সরভাজা পাইলাম না। প্রেমানন্দ বালক তাহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল. পুত্রের ক্রন্দনে সে দুষ্টা গঙ্গাবতী রামানন্দের প্রতি পুনর্ব্বার কহিল অতি ত্বরায় সরভাজা ক্রয় করিয়া আনয়ন কর, সে অনাথ বালক বহু বিনয় পূর্ব্বক কহিল মাতা আমি অনেক অন্বেষণ করিয়াছি এ গ্রাম মধ্যে সর-

ভাজা নাই, আর আমি কোথায় পাইব, দুষ্টা রমণী শ্রবণ মাত্র ক্রোধমুখী হইয়া কহিল ওরে অকর্ম্মান্বিত অভাগা তোরদ্বারা কোন কর্ম্মই হয় না তোকে নিত্য ২ আহার প্রদান করা ভস্মে ঘৃতার্পণ করা হই-তেছে তুই আমার পুত্রের পরম শত্রু আমি গৃহমধ্যে কালসর্প পোষণ করিতেছি, মরি ২ তুচ্ছ বিষয়ের কারণ আমার প্রিয় বৎস ক্রন্দন করিতেছে বৎসের মুখ ম্লান দৃষ্টি করিয়া মনোদুঃখ নিবারণ হইতেছে না ত্বরায় সরভাজা আনয়ন কর নচেৎ এক চপেটা-ঘাতে তোরে নিপাত করিব। রামানন্দ তাহার শাসন বাক্য শ্রবণে শঙ্কিতান্তঃকরণে প্রত্যুত্তর করণে অক্ষম প্রযুক্ত নয়নদ্বয়ে নীর অনিবারণে অধোবদনে রহিল দুর্ম্মতি যুক্তা গঙ্গাবতী অতি রাগান্বিতা হইয়া গৃহ মার্জনী ধারণ পূর্ব্বক সে নিরপরাধি বালকের পৃষ্ঠ দেশে প্রহার করিল। গুরুতরাঘাতে তাহার শরীরে রুধির নির্গত হইতে লাগিল, সে বালক মহা ভয়ে ভীত হইয়া সে রাক্ষসী স্বরূপার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গ জ্বালায় রোদন করিতে ২ পলায়ন করিল, উত্তরাভিমুখে একাকী গমন করত সে গ্রামের পঞ্চ ক্রোশান্তর বর্দ্ধমান নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে রৌদ্রের খরতরোত্তাপে

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নগর পথে ক্রন্দন করিতেং নৃপা-
লয় নিকটে উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা
জগৎলাল প্রাসাদোপরি গবাক্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়-
মান থাকিয়া রামানন্দ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,
পরম সুন্দর বালক মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক
রোদনমুখ হইয়া দীন হীন ন্যায় গমন করিতেছে
তাহার দুর্দ্দশা দর্শন মাত্র রাজার চিত্তে মোহোদয়
হইবাতে অনুচর প্রেরণ পূর্ব্বক সে দ্বিজ নন্দনে
নিজ সন্নিধানে আনয়ন করত তৎপ্রতি পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অনাথ বালক কহিতে
লাগিল আমার ধাম গোপীনাথপুর নাম রামানন্দ
গঙ্গোপাধ্যায়, আমি জগদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের
পুত্র, আমার পিতা মাতা গত হইয়াছেন বিমাতা
আছেন আমারদের পৈত্রিক অর্থ সম্পত্তি সকলি
তাহার হস্তগত হইবাতে তিনি আপন পুত্র প্রেমা-
নন্দকে নানা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন প্রদান করণাদি
সম্যক প্রকার যত্ন করেন। আমি নিয়ত আজ্ঞানু-
বর্ত্তী থাকাতেও আমাকে অতি অপকৃষ্ট দ্রব্য ব্যব-
হার করিতে দেন ও সর্ব্বদা তাড়না ও ভৎর্সনা করেন
তিনি আপন পুত্রের প্রয়াসানুসারে আমাকে দুগ্ধের
সরভাজা ক্রয় কারণ কহিয়াছিলেন আমি গ্রামমধ্যে

অনেক অন্বেষণ করিয়া অপ্রাপ্তি হেতু তিনি নিজ পুত্রের ক্রন্দনে রাগান্বিত হইয়া আমাকে যথোচিত দুর্ব্বাক্য কহিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে গৃহ মার্জ্জনী প্রহার করিলেন, মহারাজ দৃষ্টি করুন পৃষ্ঠদেশ ক্ষত হইবায় রুধির নির্গত হইতেছে, নিয়ত তাহার তাড়না সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া যাবজ্জীবন নিজ বাস স্থানাদির প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কৃপানিধান দৃষ্টি করুন আমি অতিভাগ্যহীন ও নিতান্ত নিরুপায়, হায় উপায় কি করি কোথায় যাই এ সংসারে আমার কেহ নাই আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। রাজা জগৎলাল সে অনাথ বালকের অশেষ ক্লেশ শ্রবণ ও দর্শন করিয়া অত্যন্ত সদয়ান্তঃকরণে তাহাকে নিজালয়ে রক্ষা করিয়া খাদ্য পরিধেয় ও বিদ্যাগমনাদির নিরূপণ করিয়া দিলেন। সে দ্বিজ নন্দন নৃপতির স্নেহভাজন হইয়া যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রম দ্বারা নানা বিদ্যা ও বহু সুনীতিতে পরিপক্ক হইলেন। রাজা তাহাকে গুণবান ও সুবোদ্ধা দৃষ্টি করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিজ সংসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাধ্যক্ষ করিলেন। রামানন্দ দ্বিজ কিছুকাল মধ্যে স্বক্ষমতায় বহু অর্থোপার্জ্জন দ্বারা ধনাঢ্য হইলেন, পরে এক

উত্তম স্থানে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক পরমা সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়া নিজালয় বাসী হইলেন গঙ্গাবতী নিজ পুত্র প্রেমানন্দের প্রীত্যর্থে ক্রমে ২ সকল ধন সম্পত্তি ক্ষয় করিয়া শেষাবস্থায় বহু ক্লেশে পীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। প্রেমানন্দ দ্বিজ কস্মিন কালেও পরিশ্রম করেন নাই এবং কোন বিদ্যাভ্যাসও করেন নাই অতএব ধনোপার্জ্জন করণে অক্ষম হইলেন, জন্মাবধি সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, এজন্য অপকৃষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করণে অশক্ত জন্য অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণে খেদোদয়ে মনে ২ কহিতে লাগিলেন আমি বালক কালে লেখাপড়া না করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি মাতা রৌদ্রের উত্তাপে গমন করিতে দিতেন না পরিশ্রম করিলে ব্যামোহ হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া কোন কর্ম্মান্তরে প্রেরণ করিতেন না ও পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দিতেন না গাত্রে ধূলি স্পর্শমাত্র মোচন করিয়া দিতেন গ্রীষ্মকালে নিয়ত ব্যজন দ্বারা গাত্রে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে দিতেন না ভোজন করণাদি কারণ নিয়ত উপাদেয় দ্রব্য সকল দিতেন কখন অপকৃষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিতে দিতেন না আমি যখন যাহা মানস করিতাম তাহাতে যত অর্থ ব্যয় হয়না

কেন তৎকাল তাহাই ক্রয় করিয়া দিয়া ২ সকল অর্থ সম্পত্তি ক্ষয় করিয়াছেন সে সর্ব্বনাশা ভাল বাসা আমার সুখোৎপত্তি হওনের ভরসাকে নিরাশা করিয়া দুর্দ্দশা ঘটাইল। রামানন্দ ভ্রাতা পৈতৃক ধনাধিকারী তথাচ মাতা তাহাকে অশেষ ক্লেশ দিয়াছেন ও নানা তাড়না করিয়া দূরীকরণ করিয়াছেন. সেই অধর্ম্মে আমাকে মর্ম্ম বেদনা পাইতে হইল পরমেশ্বর তাঁহাকে সম্যক্‌প্রকারে সৌভাগ্যবান করিয়াছেন। রামানন্দ দ্বিজ নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রেমানন্দের অশেষ ক্লেশ পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া অনুচর দ্বারা তাহাকে নিজালয়ে আনাইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ ইতিহাস।

বিদ্যা ও ধন এই দুই প্রধান বস্তু, কিন্তু ধন হইতে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ গণ্য, কারণ বিদ্যা দানাদিতেও ক্ষয় হয় না, বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা দ্বারা নানা বিপদে উত্তীর্ণ ও সর্ব্বত্র মান্য হন, এবং ধন ও মানাদি ক্রমে ২ বৃদ্ধি হয়, সুপণ্ডিতের অর্থ থাকিলে পরম শোভাকর

হয়, যেমন সুসরোবরে কমল সকল সুশোভিত ও সৌরভান্বিত হয় যাদৃশ প্রজ্জ্বলিতানলে ঘৃত প্রদানে সে অনল নির্ম্মল ও প্রবল প্রজ্জ্বলিত হয় তদ্রূপ বিদ্যা দ্বারা সুনীতিতে মতি গতি প্রযুক্ত অর্থ সংব্যয়ে যশোধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। আর মূর্খ ব্যক্তি ধনাঢ্য হইলে সেই অর্থ দ্বারা মূর্খের অশেষ দোষ উৎপত্তি হয়, মূর্খের মূর্খতাহেতু অসৎ সংসর্গাদি উপসর্গে সেই অর্থ সম্পত্তি সকল শুভদায়কাদি সম্যক্ প্রকার উপ-কারক না হইয়া তাহা অসৎ কর্ম্মে ক্ষয় হয়, অসৎ ব্যক্তির অর্থ মহৎ গণের অহিত কারক হয়, যেমন মণি ভূষিত ফণি অত্যন্ত গর্ব্বিত ও বিষাক্ত হইয়া যে ব্যক্তিকে সম্মুখে দৃষ্টি করে তৎপ্রতি মণি হরণাকাঙ্ক্ষী বোধ করিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাকে দংশন করাতে সেই বিষ জ্বালায় সে ব্যক্তি বিনষ্ট হয় তাদৃশ অর্থ সম্পত্তি মূর্খ মনুষ্যের প্রতি হিতে বিপ-রীত ঘটায় আর যদ্রূপ ভস্মে ঘৃত প্রদান করিলে তাহাতে কোন উপকার হয় না সে ঘৃত বৃথা অপচয় হয়, তাদৃশ মূর্খের ধন অনর্থক ক্ষয় হয়। অতএব ধনাপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

ইহার প্রমাণ।

কর্ণাট নগর নিবাসী রাজা কর্ণসেন ও রাজরাণী শ্যামমোহিনী উভয়ের অনেক বয়সেও কন্যা ও পুত্রোৎপত্তি হয় নাই, অতএব সে নৃপতি পুত্রার্থে পুনর্ব্বার আর এক বিবাহ করিলেন, তাহার নাম চন্দ্র-মোহিনী তাহার যৌবনাবস্থায় রাজা তাহার অত্যন্ত বশতাপন্ন হইলেন, পুরুষের অধিক বয়স হইলে যুবতী পত্নীর বশীভূত থাকিতে হয়, চন্দ্রবদনী অপ্সরাকারা ও চতুরা এবং মুখরা ছিলেন। রাজা তাহার হাব ভাব লাবন্য ও নয়ন ভঙ্গিমায় মো-হিত হইয়া তদাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। সে রমণী চপলতা ও দাম্ভিকতা এবং প্রতারণা দ্বারা আপন সপত্নীর সদনে রাজার গমন নিবারণ করি-লেন, কিছু দিন পরে শ্যামমোহিনী ঋতুমতী হইলেন স্নান দিবসে রাজা তাহার আদেশানুসারে ঋতুরক্ষা করণ ভিন্ন ধর্ম্ম নষ্ট হয় ইহা নিশ্চিত জানিয়া রজ-নীতে সভাস্থল হইতে অতি সঙ্গোপনে গমন করত শ্যামমোহিনীর সন্নিধানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি পরে প্রেয়সী চন্দ্রমোহিনীর সন্নিধানে গতি পূর্ব্বক তথায় সমস্ত রজনী স্থায়ী হইলেন। শ্যামমোহিনী সতী গর্ভবতী হইলেন, চন্দ্রমোহিনী নিজ সপত্নীর নানা

অঙ্গ চিহ্ন দৃষ্টি করত গর্ব্বের সঞ্চার জানিয়া পতি প্রতি অতি রাগান্বিত হইয়া খেদাভিমানে বিষন্ন বদনে ধরাসনে বসিলেন। রাজা কর্ণসেন রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমার ছিন্ন ভিন্ন বেশ দৃষ্টি মাত্র অত্যন্ত মনো বেদনাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তমে কিহেতু সকাতরা হইয়াছ কি মনোদুঃখে অধোমুখে রহিয়াছ রাণী অত্যন্তাভিমানিনী হইয়া পতি প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন না এবং মনো বেদনায় ব্যথিত হইয়া কোন কথাই কহিলেন না, ক্রোধ সমীরণে খেদ সিন্ধু উথলিত হওয়াতে নয়ন পথে ধারা বহন হইতে লাগিল রাজা নিজ মনোমোহিনীর মনঃক্ষুণ্ণতায় সংসার শূন্য দেখিয়া প্রেয়সীর প্রতি পুনরায় কহিতে লাগিলেন গুণময়ি কেন রোদন করিতেছ কি মনোদুঃখে দুঃখিনী হইয়াছ শীঘ্র বল কেহ যদ্যপি তোমার অপমান করিয়া থাকে অতি ত্বরায় তাহার মস্তক ছেদন করিব কিম্বা আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে তুমি আপন ইচ্ছামত এ অধীনের প্রতি দণ্ড প্রদান কর, চন্দ্রমোহিনী পতির বহু মিনতি শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহারাজ আপনার স্নেহ জনক বাক্য আমাকে ব্যঙ্গ করা বোধ হইতেছে, পূর্ব্ব কথা স্মরণ

করুন, আমার নিকটে যে কথা স্বীকৃত ছিলেন তাহা অন্যথা করিয়া মনোরক্ষার কথা বৃথা কহিতেছেন, আমার মনোদুঃখে অন্তর্দাহ হইতেছে আপনার স্নেহ কর বাক্যেও এ দুঃখ হত হইবার নহে। রাজা কহিলেন প্রিয়ে এ যে স্বপ্নের অগোচর কথা তোমার কোন কথার অন্যথা করিয়াছি ও তোমার নিকটে কোন দোষের দোষী হইয়াছি ও কি মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা বল। রাণী কহিলেন নাথ আমার নিকটে স্বীকৃত হইয়াছিলেন আমার সপত্নী সদনে গমন করিবেন না, তৎ সহবাসে সে সত্যধর্ম্ম লোপ করিয়াছেন, এ ব্যবহার আর অস্বীকার হইবার নহে; তাহার গর্ভ সঞ্চার প্রচার হইয়াছে যাদৃশ রবি শশির উদয় ব্রহ্মাণ্ডময় অগোচর হয় না, তাদৃশ গুর্বিণীর গর্ভোৎপত্তি লুক্কায়িত থাকে না যদিস্যাৎ তোমার গমন ভিন্ন গর্ভোৎপন্ন হইয়া থাকে তবে সে কুলটাকে কুলের বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য, যদ্যপি তব কৃত হয় তথাপি তাহাকে ত্বরায় ত্যাগ না করিলে আমি আত্মঘাত দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। রাজা পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া মনে ২ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা অস্বীকার হইলে চিরকালের নিমিত্ত এই কলঙ্কটা ঘটিবে, সৎলোকের

এমত অখ্যাতি জনরবে ঘোষণা হইলে জীবন্মৃত হইতে হয়, অতএব ধর্ম্ম নিজকৃত গোপন করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া কহিলেন প্রিয়ে আমি অধর্ম্ম ভয়ে ঋতু রক্ষা করিয়াছিলাম একথা স্মরণ হইল যে গমন মুহূর্ত্তার্দ্ধ মাত্র, তাহাকে দূরীকরণে মনোদুঃখ কিছুমাত্র নাই, কুল কামিনীকে কুলের বহিষ্কৃত করিলে আমার নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক হইবে, অতএব এ কর্ম্ম উচিত নহে ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া মর্ম্ম বেদনা শাম্য কর, রাজা ইত্যাদি নানা প্রকার বারম্বার বুঝাইলেন তাহাতে রাণীর রাগোন্মাদ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। রাজা উভয় সঙ্কট ভাবিয়া নীরব হইয়া রহিলেন ও মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন কিয়ৎকাল পরে কহিলেন জ্যেষ্ঠ রাণীকে নৃপালয় পরিত্যাগ করাইয়া সামান্য ন্যায় সামান্যালয়ে রক্ষা করিব নচেৎ এই উপসর্গে তব প্রাণ বিয়োগের অগ্রগামী হইব। চন্দ্রমোহিনী পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া হিতে বিপরীত ভয়ে সে কথায় সম্মতি করিলেন। রাজা তদনুরোধে শ্যাম-মোহিনী রাণীকে নৃপালয় ত্যাগ করাইয়া সেই কর্ণাট নগরের প্রান্তভাগে এক সামান্যালয়ে স্থাপন করিলেন তৎপ্রতি এক দাসী আর এক রক্ষক দিয়া যৎসামান্য

খাদ্য পরিধানাদি নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলেন। শ্যাম মোহিনী নৃপপত্নী হইয়া অতি দুর্গতি ঘটনায় সামান্যাকৃতি স্থিতিহেতু জগৎপতি প্রতি বহু মিনতি স্তুতি পূর্ব্বক নিত্য ২ ক্রন্দনাদি ও অশেষ ক্লেশে মগ্ন হইয়া রহিলেন। তাহার কিছুদিন পরে চন্দ্রমোহিনী রাণী অন্তঃস্বত্ত্বা হইলেন, ক্রমে ২ উভয়েরি পুত্রোৎপত্তি হইল, শ্যামমোহিনী আপন পুত্রের নাম চন্দ্রশেখর রাখিলেন, সে দুঃখিনী রাণী আপনার পুত্রটিকে কায় ক্লেশে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমোহিনী রাণী আপন পুত্রের নাম শশিশেখর রাখিলেন। নৃপনন্দনদ্বয় পঞ্চম বৎসরের হইলেন, দুঃখিনীর পুত্র চন্দ্রশেখরের এক দিবস নিজ বাসস্থলের বহির্দ্বারে বালক্রীড়া করণ সময়ে এক বিদ্বান প্রাচীন সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া চন্দ্রশেখরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। শ্যামমোহিনী সে সন্ন্যাসী গোস্বামিকে দর্শন করিবা মাত্র গলদ্বস্ত্র হইয়া পুটাঞ্জলি পূর্ব্বক নতি স্তুতি করিয়া স্বাগতাদি সমাদর বাক্যে কুশাসন প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী সমাদরে সন্তুষ্ট হইয়া আসনোপরি উপবেশন করিয়া কহিলেন এই বালকটিকে অধিক সুলক্ষণ যুক্ত দেখিতেছি এ ব্যক্তি স্বক্ষমতায় সসাগরা পৃথিবীপতি হইবে।

শ্যামমোহিনী রোদনমুখা হইয়া কহিলেন গোস্বামি গো আমার কি এত ভাগ্য হইবে আমি নৃপ ঘরণী হইয়া কাঙ্গালিনী হইয়াছি। রাজা আমার সপত্নীর বশীভূত ক্রমে আমাকে সামান্যালয়ে রাখিয়াছেন, এ দুঃখিনীর পুত্র ভূপতি হইবে এ কথা সম্ভব পদ নহে। সন্ন্যাসী কহিলেন মাতঃ তোমাকে নির্দ্দোষা দেখিতেছি এ রাজা অত্যন্ত নির্দ্দয় এমত সুশীলা পত্নীকে ও সুশ্রীযুক্ত পুত্রকে নিরর্থক ক্লেশ দিতেছে. সুলক্ষণা তুমি চিন্তা করিও না পুরুষের প্রাক্তন ফল নিরূপণ করা যায় না, বিষ্ণুপুর নিবাসি বিষ্ণুশর্ম্মা দ্বিজের অত্যন্ত দৈন্যদশা ছিল পতিত পাবন প্রভু পীর পেকাম্বর রূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে সেই দেশা-ধিপতি করিয়াছেন, মানবের সর্ব্বকাল সমান দশা থাকে না পক্ষ ভেদে শশধরের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় সুখ দুঃখ জানিবে কিছুকাল ক্লেশ সহ্য কর আমি কিছুকাল এস্থলে স্থায়ী হইয়া তোমার সন্তানকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইয়া সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা করিব এবং সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিয়া ভাগ্যধর করিব। রাণী বহু বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন আপনি দেবানুগৃহীত এবং সর্ব্ব গুণান্বিত এ অধিনীর নন্দনের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু হইবেন ইহাতেই সকল মঙ্গল হইবে। সন্ন্যাসী

জলাশয় সন্নিধানে এক বৃহদ্ বটবৃক্ষ তলে থাকিয়া চন্দ্রশেখরকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন দিবসান্তে শ্যামমোহিনীর দত্ত পায়স ও রম্ভাফল মাত্র আহার করেন, নিত্য ২ রাজপুত্রকে নানা সুবিদ্যা ও নানা সুনীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। চন্দ্র-শেখর অত্যন্ত স্মৃতিধর ও অতিশয় মেধাগুণে কর্ণ গোচর মাত্র পাঠাভ্যাস করেন এবং ভাব প্রকরণে প্রবিষ্ট হইয়া বিবরণ সংগ্রহ করেন, সে সুবোধ বালক পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমাবধি ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নানা বিদ্যায় ও নানা সুনীতিতে পরিপক্ক হইলেন। উপ দেষ্টা গোস্বামী চন্দ্রশেখরকে শিক্ষ মন্ত্র প্রদান করিলেন, সেই তপস্বিবর চন্দ্রশেখরকে বহু বিদ্যাদি প্রদান রূপ মহা পুণ্যোপার্জ্জন করিয়া এক দিবস অর্দ্ধ রাত্রিকালে অতি সঙ্গোপনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রশেখর ও শ্যামমোহিনী জাপক শ্রেষ্ঠকে দৃষ্ট্যভাবে অত্যন্ত দুঃখান্বিত হইলেন শাস্ত্রানুসারে জানিলেন সাধক সকলে ষড়রিপু ত্যাগী এ বিধায় স্নেহের বশীভূত নহেন; এই বিবেচনা করিয়া উত্তরে তন্নিমিত্তক চিত্তের ক্ষোভ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা কর্ণসেনের দ্বিতীয় পত্নী চন্দ্রমোহিনীর পুত্র

শশিশেখর নিজ মাতা পিতার অত্যন্ত সমাদরণীয় হইয়া স্বেচ্ছামত সকল কর্ম্ম করেন, পিতা মাতাদির নীতি বাক্যে ও বিদ্যাধ্যয়নাদিতে মনোযোগ না করিয়া অসভ্য গণ সহ ক্রীড়াদি অসদাচারে রত হেতু মূর্খ হইলেন যাহা বহু কষ্টে যে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন তাহা অকর্ম্মণ্য মাত্র মাতৃ দোষে সে নৃপনন্দনের অত্যন্ত ক্রুর স্বভাব হইল, আপন জননীর আদেশে নিশা২ নানা বেশ ভূষা দ্বারা বিমাতার ও বৈমাত্র ভ্রাতার পরিবারকে গমন করিয়া বহু লাঞ্ছনা প্রকাশ করেন. শ্যামমোহিনী আপন সন্তান সহিত অত্যন্ত মনোবেদনায় নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক কালযাপন করেন। রাজা নরেন্দ্র অতিশয় মাংসাশী ও মৎস্যাশী ছিলেন প্রত্যহ অস্থি সহ মাংস ও মৎস্য আহার করেন সেই অস্থি সকল পরিপাক ভিন্ন জমাতে তাহার উদর অস্থি পরিপূর্ণ হেতু পাচকাগ্নি লোপ হওয়াতে আহারের অতি খর্ব্বতা হইল। চন্দ্রমোহিনী রাণী আপন ভর্ত্তাকে অতি পীড়িত দৃষ্টি করিয়া মনের যুক্তিস্থির করিলেন রাজার মৃত্যু হইলে আমার পুত্রের পরম শত্রু চন্দ্র-শেখর নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র বিধায় রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারে, অতএব এই সময়ে পতির সম্মতি

করিয়া শশিশেখরকে রাজা করিব, এই কামনা করিয়া নরপতির প্রতি কহিলেন নাথ এমত পীড়িতাবস্থায় রাজ কর্ম্মে নিয়ত রত হেতু আপনার পীড়া বৃদ্ধি হইতেছে অতএব শশিশেখরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হেতু সে কথার অন্যথা করণে অসমর্থ হইয়া শশিশেখরকে রাজা করিলেন, উদর বেদনায় অতি কাতর হইয়া অনেক চিকিৎসা করাইলেন তথাচ সে যাতনা নিবারণ হইল না। এক জন উত্তম চিকিৎসক আগমন পূর্ব্বক ব্যাধির যথার্থ নিরূপণ করিয়া কহিলেন মহারাজ ভোজন দোষে আপনার উদর অস্থি পূর্ণ হইয়াছে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিষাল্যকরণী বৃক্ষ আছে যাহাতে সূর্য্য বংশ চূড়ামণি শ্রীরামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ ঠাকুর রাবণের আঘাত করা শক্তিশেল যাতনায় মুক্ত হইয়াছিলেন সেই বৃক্ষের পত্র পেষণ করিয়া ভোজন করিবা মাত্র মৎস্যাদির অস্থি সকল পরিপাক হইবে এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না, রাজা সেই ঔষধ আনয়ন কারণ অনেক অর্থ সম্পত্তি প্রদান স্বীকৃত হইয়া বহু ব্যক্তিকে কহিলেন, সে সাধ্য কর্ম্মোদ্ধার অসাধ্য জানিয়া কেহ গমন স্বীকার করিল না রাজা যাতনা সহ্য করণে অশক্ত হইয়া

শশিশেখর প্রতি কহিলেন বৎস দৃষ্টি কর উদর বেদনায় প্রাণ বৈকল্য করিতেছে, পিতার ক্লেশ বিনাশ করা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তুমি সৈন্যাদি সংগতি পূর্ব্বক অন্বেষণদ্বারা গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশাল্য করণী পত্র আনয়ন করিয়া আমাকে দুঃসহ পীড়ায় নিস্তার কর। শশিশেখর পিতার বাক্য হেলন করিতে অসমর্থ হইয়া বহু পদাতিক ও হস্তি ঘোটক ও বহু অর্থ সম্পত্তি সংহতি লইয়া ঈশানপুরে গমন করিলেন। যুবরাজ চন্দ্রশেখর জন্ম দাতার বাসনা শ্রবণ করত মর্ম্ম বেদনা প্রাপ্ত হইয়া আপন জননীর প্রতি কহিলেন মাতঃ আমি পিতার কারণ ঔষধ আনয়নে গমন করিব। শ্যামমোহিনী কহিতে লাগিলেন জনহীন স্থানে বলজন হীন জনের গমন করা কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ আমি অনাথিনীর ন্যায় প্রায় বনবাসিনী হইয়াছি তুমি ভিন্ন আমার সংসার শূন্য আমি নৃপতির পত্নী হইয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় আছি বৎস তুমি নির্ধনির ধন ও অন্ধের যষ্টি তোমাকে ক্ষণমাত্র অদর্শনে যুগ সহস্র জ্ঞান হয় যখন মনের উদ্বেগানল প্রবল হইয়া উঠে তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে ও অমৃত বচন শ্রবণে সে খেদানল শীতল হয়, তুমি অগোচর হইলে আমি কদাচ বাঁচব না আপন

পিতার পীড়া বিনাশার্থে মাতৃ হত্যার পাতকী হইতে হইবে। চন্দ্রশেখর কহিলেন কায়িক পীড়িত যাতনার তুল্য মনের উদ্বেগ নহে, যাদৃশ ব্যাধি তাদৃশ ঔষধ ভিন্ন রোগ শান্ত হয় না, রোগের শান্তি না করিলে ক্রমে ২ পীড়া বৃদ্ধি দ্বারা প্রাণ বিয়োগ হয়, অন্তঃকরণ মধ্যে উদ্বেগোদয় হইলে আপন ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারা সে চিন্তা ক্ষয় হয় অতএব ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্তায় থাকুন মাতঃ বিবেচনা করুন মাতৃ পিতৃ স্নেহ বশতঃ সন্তান কেবল গৃহবাসী হইলে ক্ষমতা ও পুরুষত্ব হত হয় ও বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতির খর্ব্বতা হয়, নানা দেশ ভ্রমণ করিলে অর্থোপায়ের নানানুসন্ধান প্রাপ্তি হয় অতএব আমাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন. আমি মহাপুরুষের শিষ্য বিশ্ব সংসারে আমার কামনা সিদ্ধ হইবার নহে, ঔষধ আনয়নে অবশ্য গমন করিব, আপনার শ্রীচরণাশির্ব্বাদে কৃতকর্ম্মা হইয়া ত্বরায় নিজালয়ে প্রত্যাগতি করিব। রাণী নানা প্রকার বুঝাইলেন তথাচ গমন নিবারণ করিতে কোন ক্রমেই পারিলেন না, পুত্রের ধর্ম্মাচরণ ও সদয়ান্তঃকরণ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, বৎস তোমার জন্মাবধি রাজা তোমাকে পুত্র সম্বোধন করেন নাই এবং তোমার মুখাব

লোকনও করেন নাই তথাচ তোমার এতাদৃশ পিতৃ ভক্তি ও নির্ম্মল চিত্ত এই মহাগুণে পরমেশ্বর তোমাকে নানা বিপদে রক্ষা করিবেন। চন্দ্রশেখর জননীর চরণে প্রণাম করিয়া গমন করত জনক সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পিতৃ চরণে প্রণাম করিলেন। রাজা কর্ণসেন চন্দ্রশেখরকে দৃষ্টিমাত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি তোমাকে ও তোমার প্রসূতিকে নিরপরাধে ক্লেশ দিয়েছি, এ নির্দ্দয়তাচরণ জন্য অধর্ম্মে আমাকে মর্ম্ম বেদনা ও অতিশয় যাতনা পাইতে হইয়াছে, তুমি আপন মনোবাঞ্ছা বল অবশ্য প্রয়াস পূর্ণ করিব। চন্দ্রশেখর কহিলেন আপনি জন্মদাতা ক্লেশ দিতেছেন এ সামান্য কথা প্রাণ হত্যা করিলেও রক্ষা কর্ত্তা কেহ নাই, নানা শাস্ত্রে বিধান আছে পিতা মাতার ক্লেশ বিনাশ করণে সন্তান সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিলে মহা পাপগ্রস্থ হয় অতএব আমি বিষাল্যকরণী পত্র আনয়নে গমন করিব আজ্ঞা প্রদান করুন। রাজা কহিলেন বৎস তুমি অতি পুণ্যবান তোমার পবিত্রচিত্তে আমি হতশ্রদ্ধা করাতেও তোমার ভক্তি শ্রদ্ধার ত্রুটি কিছুমাত্র নাই তুমি সুগর্ব্ভজাত সন্তান তোমার গর্ব্ভধারিণীকে এ আলয়ের বহিষ্কৃত করা অতি কুকর্ম্ম হইয়াছে। যুবরাজ

কহিলেন পিতঃ এবিষয়ে আপনি দোষভাজন নহেন নিজ কৃত সূত্রে শুভা শুভ ফলপ্রাপ্ত হইতে হয় অতএব আমার খেদাভিমান কিছুমাত্র নাই আপনার উৎকট পীড়া উপস্থিত হইয়াছে আমি ঔষধার্থে অবশ্য যাইব। রাজা কহিলেন বৎস কিঞ্চিৎ অর্থ ও সৈন্য ও হস্তি ঘোটকাদি সংহতি লইয়া গমন কর। চন্দ্রশেখর কহিলেন পিতঃ ইহাতে উভয়েরি অপযশ হইবে সকলেই কহিবে রাজা আপন পুত্রকে অব্যাবচ্ছিন্ন ক্লেশ দিয়াছেন সংপ্রতি নিজ উপকারার্থে ধন জন প্রদান করিলেন ইহা স্নেহবশাৎ নহে, আরো সকলে কহিবে চন্দ্রশেখর অতি দুর্দ্দশা হেতু ধনলোভে ঔষধ আনয়নে গমন করিল এবং ইহা আপনারো চিত্ত মধ্যে উদয় হইতে পারে পিতাগো আমি চিরকাল একক, একাকী গমনের চিন্তা করি না অনাথ জনের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীনাথ আছেন আমার নিঃসঙ্গে গমন করা নহে মনে ২ মধুসূদনের নাম প্রসঙ্গ মহা সঙ্গ জানিবেন। রাজা পুত্রের পবিত্র ভৎর্সনায় অতিশয় লজ্জায় নীরব হইয়া রহিলেন। চন্দ্রশেখর পিতার চরণে প্রণাম করিয়া একাকী উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন, তৎকালে অগ্রগামি শশিশেখর মাসান্তে আনন্দনগরের প্রান্তে

এক উদ্যান মধ্যে অবস্থিতি করিলেন তদ্দিবস শেষভাগে সেই নগর নিবাসি রাজা পূর্ণানন্দের কন্যা স্বর্ণলতা সুন্দরী অট্টালিকার উপরি দণ্ডায়মান হইলেন। শশিশেখর নগর প্রান্তের উদ্যান হইতে সে নবযুবতির নব লাবন্য দর্শনমাত্র মোহিত হইলেন। চম্পকা নাম্নী এক গোপাঙ্গনাকে নিজ নিকটাবর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তৎপ্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো পথিকে বল, ঐ নৃপ প্রাসাদোপরি পরমসুন্দরী ও নবীনা নারী কাহার কন্যা। গোপপত্নী কহিল উনি পূর্ণানন্দ নৃপতির সুতা উহার নাম স্বর্ণলতা ঐ কন্যা অবিবাহিতা আছে ঐ নবযুবতী অতিশয় বিদ্যাবতী, পূর্ণানন্দ নৃপতি উহার কামনানুসারে সুবিদ্বান নৃপনন্দনের অন্বেষণ কারণ নানাস্থানে ঘটক প্রেরণ করিয়াছেন। শশিশেখর কহিলেন উহার রূপ লাবন্য দৃষ্টি করিয়া আমার বিবাহ করণেচ্ছা হইয়াছে কি জানি যদ্যপি বিচারে পরাভব হই তবে প্রয়াস পূর্ণ কি প্রকারে হয় উপায় বল। চম্পকা কহিল আমি বোধ করি ঐ পরমাসুন্দরী অপ্সরী কিম্বা বিদ্যাধরী হইবে, জ্ঞান হয় উহার কেবল বিদ্যাবান বর কামনা নহে পরমসুন্দর যুববর বর না হইলে বিবাহ করিবেক না, আপনার অল্প বয়স

অতি সুচিক্কন সুবর্ণন্যায় বর্ণ সুগঠন দর্শন করিয়া স্বর্ণলতার বিবাহ করণে মনোনীত হইতে পারে। গোয়ালিনীর সাধারণ জ্ঞান নানা বেশ ভূষা করিলে তাহাকেই উত্তম পুরুষ কহে কিন্তু পুরুষের বিদ্যা পরম শোভা, বিদ্যার প্রভা দ্বারা জগৎকে দীপ্তিমান করে এমত সুবিবেচনা সামান্য জ্ঞানির হয় না, শশিশেখর অবিদ্বান হেতু সুবিবেচক নহে, সেই গোপাঙ্গনার কথায় মনে২ যুক্তি স্থির করিলেন আমি অত্যন্ত রূপবান উত্তম সুসজ্জীভূত হইয়া রাজসভা মধ্যে গমন করিলে রাজার ও রাজ তনয়ার মনোনীত হইতে পারি, ইহা বিবেচনা করিয়া মণি মাণিক্যাদি খচিত কটি কর কর্ণ গলদেশাদির রত্নালঙ্কার ও শিরোপরি মণিময় টোপর ও নানা বর্ণের বস্ত্রাদিতে কলেবর ভূষিত করিয়া লম্পট সজ্জায় অশ্বারূঢ় হইয়া রাজ সভাস্থল সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রভৃতি সভাস্থ সকলে তাহাকে দৃষ্টি করিয়া বোধ করিলেন এ ব্যক্তি ধনাঢ্য কিন্তু নীচ কুলোদ্ভব অথবা অবিদ্বান ও অসৎ সংসর্গী হইবে। শশিশেখর মূর্খতায় ও ধনগর্ব্বে মত্ততায় রাজ সম্ভাষণা ও সভাস্থলে অবস্থিতি ভিন্ন ঘোটকোপরি স্থিতি পূর্ব্বক নৃপতি প্রতি কহিলেন আমি রাজপুত্র বহু অর্থ

সম্পত্তি ও বহু সৈন্য সামন্তাদি সংহতি লইয়া বহু দিন নানা স্থান ভ্রমণানন্তর অদ্য এই নগর প্রান্তে স্থিতি করিয়াছি, আমার বিবাহ হয় নাই তব অবিবাহিতা কন্যা স্বর্ণলতাকে আমায় সম্প্রদান কর। রাজা তাহার অতি অসভ্যতায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন তোমাকে ক্ষিপ্তন্যায় দেখিতেছি তুমি বিষয় বিবেচনাহীন মনুষ্য রাজপুত্র হইয়া কে কোথায় আপন বিবাহের অবধারণ কারণ আইসে এবং কেহ এমত অবিজ্ঞতায় ভদ্রের অগ্রে ব্যগ্র বেশে হঠাত বিবাহ করিতে আগ্র হয় না, তব জাতি রীতি নীতি প্রভৃতি জ্ঞাত ভিন্ন বাক্য প্রতীতিতে সম্মতি প্রদান করা অনুচিত। তোমার সহিত অধিক বাক্য ব্যয়ে আবশ্যক নাই, আমার সন্ততি অতিশয় বিদ্যাবতী অতএব সুপণ্ডিত পাত্রে প্রদান করিতে মানস করিয়াছি তুমি যদ্যপি আমার এই সভাস্থ পণ্ডিত গণে বিচারদ্বারা পরাভব করিতে পার তবে তোমায় কন্যা প্রদান করিব নতুবা যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিব। তোমার লজ্জাহীনতাচরণে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, শশিশেখর সে রাজার উৎকট পণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিতান্তঃকরণে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা পূর্ণানন্দ সাতিশয়

ক্রোধে অনুচরগণ দ্বারা ত্বরায় তাহার অশ্ব ধৃত করিয়া শশিশেখরকে সভামধ্যে বসাইয়া নিজ সভাপণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণিকে তৎসহ বিচার করিতে কহিলেন। সেই সুপণ্ডিত বহু প্রশ্ন করিলেন, মূর্খ শশিশেখর কোন কথারি উত্তর করিতে পারিলেন না রাজা পূর্ণানন্দ শশিশেখরকে মূর্খতম জানিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাহার ধন জন সকলি লইলেন শশিশেখরের বিদ্যাহীনতাহেতু অবিজ্ঞতার মহা বিপদ ঘটিল। গুণাকর চন্দ্রশেখর নির্জন বন গমন করত পথিমধ্যে বিদ্যা দ্বারা নিত্যং ভদ্র ২ মনুষ্য নিকটে শ্রদ্ধাপাত্র হইয়া সুখ সেবাদিতে স্বচ্ছন্দে গতি পূর্ব্বক সেই আনন্দ নগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন. ভদ্রের স্থানে অবস্থিতি কামনায় পরম্পরায় জিজ্ঞাস্য মতে রাজা পূর্ণানন্দের সভাপণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির আলয়ে গমন করিয়া সেই সুপণ্ডিত সমীপে সংস্কৃত বাক্যে নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সমাদরণীয় হইয়া অবস্থিতি করিলেন, তর্কচূড়ামণি তাঁহাকে বহু সমাদর পূর্ব্বক নানা উপচার দ্রব্য ভোজন করাইয়া তৎসহ শাস্ত্রানুশীলন করিতে ২ রহস্য পূর্ব্বক কহিলেন পরশ্ব দিবসে প্রায় তব সম বয়স্ক ও তবাকৃতি এক নৃপতি পুত্র লম্পট

সজ্জার ঘোটকোপরি আরোহণ পূর্ব্বক এই নগরস্থ নৃপ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া নৃপতি প্রতি হটাৎ কহিল আমি তোমার কন্যা বিবাহ করিব, রাজা সেই অবিজ্ঞটাকে লম্পট বৃত্তি করিয়া তৎসহ বিচারদ্বারা তাহার মূর্খতায় ও অভদ্রতায় রাগান্বিত হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন, ও তাহার সম্পত্তি প্রভৃতি সকল লইয়াছেন। চন্দ্রশেখর যে কথা শ্রবণ করিয়া অনুমান দ্বারা জানিলেন যে ব্যক্তি আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে কিন্তু তৎকালীন তাহা প্রকাশ করিলেন না। তর্কচূড়ামণির প্রমুখাত রাজা পূর্ণানন্দের ও স্বর্ণলতা অবিবাহিতা কন্যার পরিচয় সকল শ্রবণ করিয়া সে সুগঠনা বিদ্যা পরায়ণা কন্যাকে বিবাহ করণাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভট্টাচার্য্য প্রতি কহিলেন স্বর্ণলতার সহিত বিচার করণের মানস করিতেছি, মহাশয় মনোযোগ পূর্ব্বক রাজা পূর্ণানন্দকে কহিলে আমার প্রয়াস পূর্ণ হইতে পারে। তর্কচূড়ামণি তাহার বাক্যের আভাবে আশয় বুঝিয়া কহিলেন তুমি ব্যবহার্য্য পাত্র এ কথা অন্যায্য নহে রাজাদির গ্রাহ্য হইতে পারে তোমার সাহায্য হেতু রাজার নিকটে গিয়া বিবাহের কথা ধার্য্য করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিব। তর্কচূড়ামণি

অতি প্রাতঃকালে গতি পূর্ব্বক পূর্ণানন্দ নৃপতির প্রতি সুমতি চন্দ্রশেখরের আগতি ও অবস্থিতি ও সে ব্যক্তি সুনীতিমান প্রভৃতি সকল অবগত করিয়া কহিলেন, মহারাজ সে কর্ণসেন নৃপতির পুত্র স্বর্ণলতার উপযুক্ত পাত্র,আজ্ঞা হইলে আপনার সন্নিধানে তাহাকে আনয়ন করি। রাজা কহিলেন আপনি সুপণ্ডিত তব মনোনীত ও নির্দ্ধারিত করণ বিষয় আমার মনঃপূত বটে, অনিশ্চিত নহে তথাচ একবার তাহার বিদ্যাদির পরিচয় লইব আনয়ন করুন। সে দ্বিজবর চন্দ্রশেখর দ্বিজবরকে তৎক্ষণাৎ নৃপতির গোচর করিলেন। চন্দ্রশেখর যথাবিহিত রাজ সম্ভাষণান্তে রাজার স্বাগতাদি সমাদর বাক্যে অত্যন্ত সন্তোষান্তঃকরণে উত্তমাসনোপরি উপবেশন করিয়া নৃপতির জিজ্ঞাস্য মতে কহিলেন, আমার নাম চন্দ্রশেখর রায় আমি কর্ণাট নগর নিবাসি রাজা কর্ণসেনের পুত্র ও আপন আজন্ম ক্লেশ কথন যে মতে বিদ্যাধ্যয়ন ও পিতার কারণ ঔষধার্থে গমনাদি সমস্ত বিবরণ সকল অবগত করিলেন। চন্দ্রশেখর সর্ব্ব বিদ্যার পরিপক্ক বিচার দ্বারা সেই সভাস্থ নানা দেশীয় বিদ্বান গণে জয়ী হইলেন। রাজা পূর্ণানন্দ চন্দ্রশেখরকে সর্ব্বগুণান্বিত দৃষ্টি করিয়া বহু ধন্যবাদ

প্রদান করিলেন, আপন সুতার মনঃপূতার্থে তৎসহ বিচারার্থে চন্দ্রশেখরকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। উভয়ে বহুবিধ বিচার হইলে স্বর্ণলতা পরাজিতা হইলেন, পরস্পর সৌন্দর্য্য দর্শন করত উভয়ে মোহিত হইলেন। রাজা পূর্ণানন্দ পরমানন্দিত হইয়া দিবাবসানে বিবাহের যে সমস্ত প্রকরণ সংপূর্ণ আয়োজন করত নানা বাদ্যোদ্যমাদি বহুবিধ ঘটা পূর্ব্বক চন্দ্রশেখর সুন্দর বরে নিজ কন্যা স্বর্ণলতাকে সম্প্রদান করিলেন, জামাতাকে বহু রত্নাদি নানা যৌতুক প্রদান করিলেন। চন্দ্রশেখর আপন পিতার ঔষধ কারণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে আনন্দ নগরে তিন দিবস স্থিতি পরে আপন শ্বশুর সন্নিধানে বহু অর্থ ও সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া বল্যাধিক মাতঙ্গোপরি আরোহণ পূর্ব্বক বিশল্যকরণী ঔষধার্থে গমন করিলেন, পথিমধ্যে সমস্ত দিবস চলিয়া বহু লোকালয় ও বহু কানন শিখর নদ্যাদি পশ্চাৎ করিয়া এক মাসান্তেও গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিরূপণ করিতে পারিলেন না, এক দিবস মণিপুর নামক এক নগর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া প্রায় প্রত্যেকালয়ে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ বাসস্থল স্বামি সমীপে তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি কহিতে লাগিল মহা-

শয় এ দেশের দুরবস্থা শ্রবণ করুন, প্রায় দুই বৎসর হইল এই নগর নিবাসি রাজা জীমূতবাহনের নিকটে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্করাকার রাক্ষস আসিয়া চারিটি সমস্যা প্রশ্ন করাতে রাজা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় লোক কেহ সে কথার যথার্থ প্রত্যুত্তর করণে অসমর্থ হইলে রাক্ষস কহিল আমার প্রশ্নের উত্তর না হইলে এই রাজ্যের সকলকেই ভোজন করিব। রাজা অতিশয় ভয়ে সেই রাক্ষসের মতানুসারে এই নগর প্রান্তে একটা বৃহদ্‌গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই খেচরের ভোজনার্থে এই নগরস্থ ও এতদ্দেশীয় প্রত্যেক নিবাস স্থলের প্রতি প্রতিদিন এক মনুষ্য নিয়মিত করিয়া সেই মনুষ্যকে দিবসান্তে এই নগর প্রান্তে খেচর গৃহ মধ্যে প্রেরণ করেন। রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া উক্ত গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া চারিটি সমস্যা প্রশ্ন করে, তৎ সদর্থ প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত্যা ভাবে তদালয় মধ্যস্থিত সেই নিয়মিত মনুষ্যকে ভোজন করিয়া নিজ স্থানে গমন করে, যাহারদিগের স্বজন রাক্ষস গ্রাসে পতিত হইয়াছে সেই সকল গৃহস্থেরা ক্রন্দন করিতেছে। চন্দ্রশেখর এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন আহা এ দেশ নিবাসি গণের কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে

বর্ণনাতীত এস্থলের রাজার কি কোন ক্ষমতা নাই, আমি এ প্রদেশের এই মহাভয় নিবারণ করিব, যুবরাজ এই মানস করিয়া রাজা জীমূত বাহনের সন্নিধানে গমন করত রাজ সম্ভাষণ পূর্ব্বক আপন পরিচয় সকল প্রদান করিলেন। সে রাজার সহিত নানা কথোপকথনের পর তাঁহার প্রমুখাত রাক্ষসের দৌরাত্ম্য সকল পুনঃ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন আমি অদ্য সে রাক্ষসের নিকটে গমন করত যে প্রকারে হয় আপনার দুঃসহ শঙ্কা নিবারণ করিব, রাজা কহিলেন সে যেচর মহা বলধর তাহার প্রকাণ্ড কলেবর যেমন রাহুর নিকট শশধর তৎ সন্নিধানে তুমিও তদ্রূপ হইবা সে দুর্জ্জয় ধূর্ত্তকে বিরোধ দ্বারা পরাজয় করিবে ইহা আমার বোধ হইতেছে না, যদ্যপি তাহার সমস্যার মর্ম্ম বুঝিয়া উত্তর করিতে পার তবে মহা ভয় ক্ষয় হয়। যুবরাজ কহিলেন মহারাজ ক্ষেত্রেকর্ম্ম বিধীয়তে, বিবেচনা করুন খর্ব্বাকার সিংহ কর্ত্তৃক পর্ব্বতাকার হস্তি বিনাশ হয় অতএব পরাক্রম না থাকিলে বৃহদাকারে কি হইতে পারে, রাজা বিগত ভয় ও ভরসা প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন বৎস যদ্যপি এ দেশের বিপদ বিনাশ করিতে পার তবে আমি আপন কন্যা প্রভাবতীকে

তোমায় সম্প্রদান করিব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। চন্দ্রশেখর অতি বিদ্যা ও বুদ্ধিমান এবং সাহস ও পরাক্রমশালী আপন বাসস্থলে আসিয়া সন্ধ্যা সময়ে কটিদেশে বীরধটী বন্ধনাদি সসজ্জায় ঢাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক নগর প্রান্তে রাক্ষসের গৃহ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক জরতী ও এক যুবতী এই দুই রমণী হাহা ধ্বনি পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে; চন্দ্রশেখরের চিত্তে মোহোদয় হইবায় সদয়ান্তঃকরণে কহিলেন উভয়ে রোদনের কারণ বল, যদ্যপি সে বিষয় অতীত না হইয়া থাকে তবে অবশ্য তোমাদের মনো বেদনা দূর করিব। সে রমণীদ্বয় চন্দ্রশেখরকে দৃষ্টি করিবা মাত্র হঠাত মনোমধ্যে বড় ভরসা প্রাপ্ত হইলেন, চাতক পক্ষী মেঘ গর্জ্জনে যাদৃশ সন্তুষ্ট হয় তদ্রূপ হৃষ্টচিত্তে ঐ জরতী ব্রাহ্মণী কহিতেছেন বৎস আমাদিগের দুরবস্থা শ্রবণ কর, আমরা বিপ্র কুলোদ্ভবা আমি বিধবা হইয়াছি এই রমণী আমার পুত্রের গৃহিণী আমার এক পুত্র মাত্র এতদ্ভিন্ন আমাদিগের স্বজন ও অভিভাবক আর কেহ নাই, শ্রবণ করিয়া থাকিবে রাক্ষসের ভোজনার্থে প্রত্যহ এক ২ মনুষ্য প্রদানের নিয়ম আছে এই কারণ অদ্য এ অভাগ্যবতী প্রতি সেই দিন নির্দ্ধা-

রতে হইবায় রাজ শাসন ভয়ে আমার প্রাণাধিক পুত্র শিশুভানু রাক্ষস গ্রাসে পতিত হইতে এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এই বিশাল বিপদের কূল অভাবে ব্যাকুল হইয়াছি, অন্তরস্থ বিপুল পুত্র শোকানল এবং এই ভাবি সখীরা বধূ জ্বলন্তানল উভয় প্রবলানলে যাবজ্জীবন দগ্ধ হইতে হইবে, অতএব নেত্র পুত্তলি ন্যায় পুত্রের সহিত রাক্ষসের উদরস্থ হইয়া মনঃপীড়ায় নিস্তার পাইব। চন্দ্রশেখর কহিলেন মাতঃ চিন্তা করিও না তুমি আপন পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া নিজালয়ে গমন কর আমি উহার পরিবর্ত্তে রাক্ষসের গৃহে রহিব। সেই বিপ্রপত্নী অসম্ভব কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখরকে বহু ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বাছা তোমার গুণের সীমা নাই, অল্প বয়ঃক্রম ব্যক্তির এমত অপরিমিত দয়া একালে সম্ভবে না আপন পতির প্রমুখাত আমি শ্রবণ করিয়াছি মহা ভারতান্তর্গত আদিপর্ব্বে প্রকাশ আছে এইমত বিপদগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে অতি পুণ্যবতী কুন্তী আপন পুত্র বৃকোদরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুন্তীর অনুরোধে ভীমসেন গমন করিয়াছিলেন তুমি আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের উপকারার্থে মহা বিপদে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছ

তোমার ন্যায় পুণ্যবান হয় নাই হইবার নহে, তোমার দ্বারা আমার মহা নিরানন্দ হত হইবে, কিন্তু আমি আপন পুত্রের প্রাণ রক্ষা কারণ তোমাকে রাক্ষসের হস্তে সমর্পণ করিব এই অধর্ম্মে আমাকে ইহার অধিক মর্ম্মবেদনা পাইতে হইবে ও যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য স্থিতি থাকিবে সেপর্য্যন্ত কদাচ মহানরকে নিস্তার পাইব না অতএব আমি এ অতি অন্যায়াচরণে সম্মতি করিতে পারিব না। চন্দ্রশেখর কহিলেন আমি নিহত হইব এমত বিবেচনা করিবেন না রাক্ষসকে প্রশ্নের উত্তরদ্বারা এস্থান পরিত্যাগ করাইব নতুবা অস্ত্রাঘাতদ্বারা নিপাত করিব ইহা কহিয়া শিশুভানু ব্রাহ্মণকে সেই গৃহের বহিষ্কৃত করিয়া আপনি গৃহ-মধ্যে রহিলেন, বিপ্রপত্নী সেকথায় বিশ্বাস করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া আপন পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে নিজালয়ে শয়ন করিলেন, কিয়ৎকাল ব্যাজে রাক্ষস আসিয়া সেই গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিল এক সুশ্রীমান পুমান সমর সজ্জীভূত হইয়া গৃহমধ্যে রহিয়াছে, খাদ্য নরের বীরবেশ দৃষ্টি করিয়া ক্রোধান্বিত হইল, ধর্ম্মরক্ষা কারণ তৎপ্রতি ক্রমে ২ চারিটি সমস্যা প্রশ্ন করিল। চন্দ্রশেখর ক্রমে ২ তাহার যথার্থ প্রত্যুত্তর করিলেন, প্রশ্ন যথা।

রাক্ষস ও রাজপুত্রের প্রশ্ন উত্তর।

প্রশ্ন। শরীর কিসে সর্ব্বাধিক পুলকিত হয়,
ইহার উত্তর, পুত্রের মুখ দর্শনে।

প্রশ্ন। কোন সময়ে বিষয় চিন্তা থাকে না,
ইহার উত্তর, স্ত্রীর সংসর্গ সময়ে।

প্রশ্ন। শরীরের কোন অঙ্গ সর্ব্বাধিক শোভাকর হয়,
ইহার উত্তর, নাসিকা সকলের উত্তম।

প্রশ্ন। এই জগতের মধ্যে সর্ব্বাধিক শ্রবণ সুখ কি,
ইহার উত্তর, শিশু সকলের বাক্য।

রাক্ষস চারি প্রশ্নের সদর্থ প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়া কহিল আমি অদ্যাবধি এদেশে গমন ও এস্থলে নিনীত মনুষ্য ভোজন পরিত্যাগ করিলাম তোমার বিদ্যা বুদ্ধিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি আপন পরিচয় দিয়া প্রার্থনা কর। চন্দ্রশেখর নিজ সমস্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী বৃক্ষের পত্র ত্বরায় আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর আমার এই কামনা মাত্র। রাক্ষস কহিল সে শিখর এস্থল হইতে চারি মাসের পথ হইবে আমি দিবসত্রয় মধ্যে উক্ত বৃক্ষ পত্র আনয়ন করিয়া তোমাকে

প্রদান করিব। সে রাক্ষস সত্যে বদ্ধ হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। চন্দ্রশেখর নিশাবসানে রাজা জীমূতবাহনের সন্নিধানে গমন করত তৎপ্রতি রাত্রি কালের সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। রাজা দুরন্ত শঙ্কায় নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া অতি প্রীতি ও প্রফুল্লযুক্ত হইয়া যুবরাজকে বিস্তর প্রশংসা করিলেন, সে দেশ নিবাসি সকলের মহা ভয় ক্ষয় করাতে তাঁহার বিপুল যশঃকীর্ত্তি ঘোষণা হইল। রাজা জীমূত বাহন চন্দ্রশেখর গুণধরকে সমাদর পূর্ব্বক নিজালয়ে রাখিয়া পরদিনে গোধূলি লগ্নে আপন কন্যা প্রভাবতীকে ঐ যুবরাজে সম্প্রদান করিলেন। রাক্ষস তিন দিবস মধ্যে গন্ধমাদন শিখরোপরি হইতে বিশল্যকরণী বৃক্ষের শাখা সহিত বহু পত্র আনয়ন পূর্ব্বক চন্দ্রশেখরকে প্রদান করিয়া নিজ নিবাস স্থলে গমন করিল, চন্দ্রশেখর আপন শ্বশুর সন্নিধানে বহু হয় হস্তি ও নানা রত্নাদি বহুবিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহু সৈন্য সামন্ত ও প্রভাবতী সহিত স্বদেশ মুখে গমন করিলেন, দ্রুতগতি পূর্ব্বক এক মাস মধ্যে আনন্দ নগরে রাজা পূর্ণানন্দের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক রাজাকে মণিপুরের বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত করিলেন, রাজা প্রভৃতি সকলে চন্দ্রশেখরকে প্রশংসা

করিলেন, তৎপরে চন্দ্রশেখর আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শশিশেখরকে অনুচর দ্বারা কারাগার হইতে বিমুক্ত করিয়া নিজ সন্নিধানে আনয়ন করত ঔষধ প্রাপ্ত্যাদি সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ক্ষমতাহীন পুরুষ বিদেশ গমন করিলে তাহাকে অবশ্য ক্লেশ পাইতে হয়, ক্রুর শশিশেখর লজ্জাভিমানে ম্লান বদনে অধোমুখ হইয়া মনে২ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, আমার মৃত্যু না হইয়া জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য দর্শন ও ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিতে হইল। চন্দ্রশেখর পুনরায় শশিশেখর প্রতি কহিতে লাগিলেন তোমার মাতা আমাদের পিতাকে বশীভূত করিয়া আমার মাতাকে নৃপালয়ের বহিষ্কৃত করিয়া সামান্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন, আমি সেই দুঃখিনীর গর্ভজাত হেতু পিতা আমার জন্মাবধি তত্ত্বাবধারণ করেন নাই, তুমি ভাগ্যবতীর পুত্র পিতা তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু অস্নেহ হেতু পৈতৃক সম্পত্তিতে নৈরাশ হইয়াছি আমি জননীর সহিত দুরবস্থায় স্থিতিকালে তুমি আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ও বহু মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতা, আমারদিগের দুর্দ্দশাতে তোমার ও তোমার মাতার সন্তোষের কথা বর্ণনা করা যায় না,

আমি স্বক্ষমতায় তোমাকে পিতৃ সম্পত্তি হইতে নিরাকরণে অক্ষম নহি কিন্তু পিতা তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব ধর্ম্ম হত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওয়া মনোগত নহে রাজ্যাদি পৈতৃক বিষয়াধিকার তোমার হইয়াছে, তুমি যাবজ্জীবন এস্থলে কারাগারে বদ্ধ থাকিলা সে সকল সুখ সম্ভোগ কে করিবে, অতএব তুমি এ দুর্গতিতে নিষ্কৃতি পাইয়া কর্ণাট নগর, [illegible] অধিকার ও অর্থ সম্পত্তি প্রভৃতি আমাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিপিদ্বারা অর্পণ করিয়া আমার পালিত হইয়া রহিবে কি এই বিদেশে চিরবদ্ধ হইয়া রহিবে উভয় বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা বল। শশিশেখর মনে ২ বিবেচনা করিলেন, ভ্রাতির আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে অত্যন্ত মনঃপীড়া ও লজ্জাতিশয় যাবজ্জীবন যাইবার নহে, কিন্তু চিরকাল কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা কনিষ্ঠের আজ্ঞার অনুগত থাকাতে মনোবেদনা সহ্য করিয়া থাকা কর্ত্তব্য, ইহা অন্তঃ-করণে ধার্য্য করিয়া চন্দ্রশেখরের প্রতি কহিলেন তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনি সত্ত্বে আমাকে রাজ্যাভি-ষিক্ত করা পিতা অতি অবিধান কর্ম্ম করিয়াছেন, আপনি অদ্যাবধি সর্ব্বাধিকারী হইলেন মহাশয় অতি বিজ্ঞ জ্ঞানী গুণী এ অজ্ঞ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি

নুগ্রহ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের বিরাগ ত্যাগ করুন, ইত্যাদি বহু বিনয় করিয়া রাজ্যাদি পৈতৃক সম্পত্তি সকলে আমার স্বত্ব ত্যাগ হইল আপনি স্বত্বাধিকারী হইলেন এই পত্র লিপি করিয়া চন্দ্রশেখরের করে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রশেখর দক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিক ও সৈন্য এবং বহু অর্থ সম্পত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক আপন পত্নীদ্বয় ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রভৃতিকে সংহতি করিয়া স্বদেশাগমন করিলেন, দ্বিপক্ষ মধ্যে কংটি নগরে উপস্থিত হইয়া নিজ পিতার প্রাণ বিয়োগ হওন লক্ষণ নিরীক্ষণ করত অতি ত্বরায় বিশল্যকরণী মাত্র পেষণ করিয়া রাজা কর্ণসেনকে ভক্ষণ করাইলেন, সেই মহৌষধি উদরস্থ হইবা মাত্র তদ্দ্বারা মৎস্যাদির অস্থি সকল পরিপাক পাইবাতে রাজা কর্ণসেন সচেতন হইলেন তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া চন্দ্রশেখরকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন ও চন্দ্রশেখরের প্রকৃষ্ট পুরুষত্ব সকল জ্ঞাত হইয়া এবং শশিশেখরের রাজ্যাধিকারাদির দত্ত লিপিপত্র দৃষ্টি করত শ্যামমোহিনী রাণীকে সমাদর পূর্ব্বক নৃপালয়ে আনয়ন করিয়া চন্দ্রশেখরকে নৃপাসনোপরি উপবেশন করাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। শ্যামমোহিনী রাজমাতা হইয়া পুত্রবধূ দ্বয় সহিত রাজান্তঃপুরে পর-

মানন্দে রহিলেন। চন্দ্রশেখর বহু বিদ্যাদ্বারা অতি ক্ষমতাবান হইয়া স্বযোগ্যতায় জগৎ সংসারাধিপতি হইলেন সকলকে সমস্নেহ পুর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম ইতিহাস।

অসৎ ব্যবহারি মনুষ্য বিদ্বান হইলেও অসভ্যতাহেতু তাহার বিদ্যায় কোন ফল দর্শে না, এবং তাহার কুনীতাচারে জগৎসংসারে অখ্যাতি ভিন্ন কোন সুখ্যাতি হয় না, যুবত্বকালের পূর্ব্বে বালক গণের ক্রীড়াদি নিষ্ফল ব্যবহারে চিত্ত রত থাকে। শিক্ষক সকল শিশু সকলেরবিদ্যা বৃদ্ধি প্রতি যত্নবান থাকেন এতদ্ভিন্ন বালক সকলকে স্বসন্নিধানে সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত হেতু ছাত্র সকল সদাচারী কি অনাচারী তাহা কিপ্রকার জানিবেন, অতএব পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে পুত্র কন্যা গণে শিশু কালাবধি যুবত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত আপন সন্নিকটে রক্ষা করিয়া নানা সুনীতি শিক্ষা করাইবেন এবং নব্যাবস্থায় একাকী পথে ভ্রমণ

করিতে না দিয়া বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান থাকা কর্ত্তব্য নচেৎ পুত্র কন্যার নানা দোষে পিতা মাতাকে যাবজ্জীবন অতি মনোদুঃখে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়।

ইহার প্রমাণ।

মুরশিদাবাদ নগর মধ্যে ঘনশ্যাম ঘোষ জাত্যংশে কায়স্থ স্বকৃত ধন সম্পত্তিমান হইয়া পতি পরায়ণা পত্নীসহ পরমানন্দে বসবাস করেন। কিছু দিন পরে সেই রমণীর গর্ভজাত যমজ পুত্রোৎপত্তি হইল জ্যেষ্ঠের নাম প্রাণকৃষ্ণ, ও কনিষ্ঠের নাম জীবনকৃষ্ণ রাখিলেন. ক্রমে২ সে শিশুদ্বয় চারি বৎসরের হইলে, জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ অতি অশিষ্ট ও চঞ্চল স্বভাব হেতু নানা স্থানে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, ক্ষুধার সময়ে এবং রজনীযোগে মাতৃ সদনে আসিয়া স্নান ভোজন ও শয়ন করে এতদ্ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও নিজালয়ে স্থায়ী হয় না, তাহাতেও ঘনশ্যাম প্রাণকৃষ্ণকে কিছু মাত্র কহেন না, সে শিশু সামান্য মনুষ্যের সন্তান গণের সহিত কুক্রীড়াতে রত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইল। কনিষ্ঠ জীবনকৃষ্ণ অতি শিষ্ট, সর্ব্বদা পিতা মাতার নিকটে থাকিয়া কুক্রীড়াদি

জানিল না, এবং অসভ্য হইল না, ঘনশ্যাম ঘোষ কিছু দিন পরে নিজ সন্তান দ্বয়কে বিদ্যাধ্যয়ন নিমিত্ত শিক্ষালয়ে নিযুক্ত করিলেন। সেই উভয় বালক ধারণাবতী বুদ্ধি দ্বারা নিত্য ২ উত্তমাভ্যাস করিতে লাগিলেন, প্রাণকৃষ্ণের ক্রীড়া করা স্বভাব হেতু শিক্ষালয়ে স্থিতি সময়ে শীঘ্র পাঠাভ্যাস করে তৎপরে বৃক্ষোপরি আরোহণ ও পক্ষি শাবক ধারণ ও পথে ২ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, বিদ্যা পরীক্ষাদ্বারে উত্তম শিক্ষা জানিয়া তাহার পিতা এবং শিক্ষ গুরু তাহাকে প্রশংসা করেন, সে বালকের কুব্যবহা রাদি বিবরণ কিছুই জ্ঞাত নহেন। প্রাণকৃষ্ণ অসৎ সন্তানগণ সহিত মাদক দ্রব্য সেবনাভ্যাস করিল, ক্রমে ২ মদ্যাদি নানা মাদক সেবনে পরিপক্ক হইল জনক জননীর প্রতি কাপট্য ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল, সে পামর নিজ পিতা মাতাকে করুণাযুক্ত মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া মাদক দ্রব্য ভোজন করিব কহিয়া নিত্য ২ কিছু কিছু অর্থ লইয়া মদ্যাদি মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিতে ২ অত্যন্ত মাদকী হইয়া উঠিল। ঘনশ্যাম ঘোষ ও তাহার পত্নী, প্রাণকৃষ্ণের কুব্যবহার কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন, তাহার বিদ্যা পরীক্ষায় এবং সমক্ষে সভ্যতায় তৎপ্রতি নিয়ত

প্রশংসা করেন, জীবনকৃষ্ণ শিশুকালাবধি জনক
জননীর নিকটে স্থিতি হেতু কুব্যবহার কিছুই জানে
না, সে বালক প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ও বৈকালে
শিক্ষা গুরুর দত্ত পাঠ অভ্যাস করে, এবং সন্ধ্যার
পর নিজ পিতার নিকটে নানা সুনীতি শিক্ষা করে,
প্রায় সর্ব্বদা সন্নিধানে স্থিতি হেতু পিতা মাতাকে
ভয় করে না এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও ভক্তি করে না
ঘনশ্যাম ঘোষ সর্ব্বদা কহেন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি
অতি সভ্য এমত নবাকালে পিতা ও প্রসূতির প্রতি
তাদৃশ ভক্তি কাহারও দৃষ্টি বা শ্রবণ গোচর হয়
নাই, জীবনকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণের ন্যায় শিষ্টাচারী নহে
জীবনকৃষ্ণ এক দিবস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অসজ্জন সহিত
নানা মাদক দ্রব্য সেবন করিতে দৃষ্টি করিয়া পিতার
নিকটে সেই বিবরণ অবগত করিলেন। ঘনশ্যাম
তাব অতি কুনীতি শ্রবণ মাত্র আশ্চর্য্য জ্ঞানে জ্যেষ্ঠ
নন্দনে কনিষ্ঠ নন্দনের কথিত কথা কহিয়া সেই
সকল দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রাণকৃষ্ণ
প্রায় রোদনমুখ হইয়া কহিতে লাগিল না পিতা
আমি কুসংসর্গে থাকি না, সভের সহিত সর্ব্বদা বাস
করি, এবং কখন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করি নাই,
জীবনকৃষ্ণ অতি দুষ্ট, অপকৃষ্ট কথা কহিয়া আমাকে

মিথ্যা দোষী করিতেছে, আমার ব্যবহারে দোষা দোষ বিবেচনা করুন। আমি জীবনকৃষ্ণকে জীবনাধিক স্নেহ করি তথাচ আমার প্রতি আপনার অভেদ স্নেহকে ভেদ করণাশয়ে মিথ্যাপবাদ বাক্য উল্লেখ করিয়াছে, এই মনোতুঃখে আমার ক্রন্দন আসিতেছে ইত্যাদি নানা প্রবঞ্চনা বাক্যে নিজ পিতাকে ভুলাইল বিরল স্থলে সে প্রবঞ্চক জীবনকৃষ্ণকে চারিটা চপেটাঘাত করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল ওরে অধম, পিতার নিকটে আমার অখ্যাতি করিয়াছিস তোর কিছুমাত্র ভয় নাই, ইহার পর কাহারো প্রমুখাৎ তোর কথিত আমার নিন্দা বাক্য যদ্যপাৎ বারেক শ্রবণ করি তবে তোকে তৎক্ষণাৎ কূপের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিব। শিশু জীবনকৃষ্ণ অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়া তদবধি সহোদরের অসদাচার ব্যবহার কাহারও সন্নিধানে কথনে সমর্থ হইল না। সেই দুই সহোদরে ক্রমে ২ যুবক বয়স প্রাপ্ত হইল। প্রাণকৃষ্ণ মাদক দ্রব্য পানে উন্মত্ত হইয়া গণিকা গমনাদির ব্যয় কারণ নিজালয় হইতে তৈজসাদি নানা দ্রব্য চুরি করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ২ তাহার অনাচার সকল প্রচার হইয়া উঠিল। ঘনশ্যাম ঘোষ প্রাণ-

কৃষ্ণের কুব্যবহার শ্রবণ এবং দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, অত্যন্ত জাতক্রোধে তৎপ্রতি নিত্য ২ তাড়না করিতে লাগিলেন. এবং অতিশয় মনস্তাপে নানা খেদ করিতে লাগিলেন, পাপিষ্ঠ বেটা শৈশব কালাবধি দুষ্কর্ম্মী নহে, দোষাদোষ বিবেচনা না-করিয়া চিরদিন এ প্রবঞ্চকের প্রতারণা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বনাশ করিলাম। প্রাণকৃষ্ণের কুনীতি দৃষ্টি করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহার অনাচার ত্যাগ করাইতে বহু সচেষ্টিত হইলেন, কোনক্রমেই বশতাপন্ন করিতে পারিলেন না, তাহার গৃহমধ্যে আহারাদি বন্ধ করিয়া সর্ব্বদা নিজকরে প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রাণকৃষ্ণ পিতার তাড়নায় গৃহত্যাগ করিয়া অসৎ সহবাসী হইল। সে কুলাঙ্গার মদিরাদি মাদক সেবনার্থে এবং গণিকা গমনার্থে অর্থাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি করণে প্রবর্ত্ত হইল, বহু তস্কর সহ রাত্রিকালে বল পূর্ব্বক ধনি গণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে আরম্ভ করিল, এক দিবস রজনীযোগে তীক্ষাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক একাকী এক ধনি লোকের বাটীতে ধনাপহরণাশয়ে উপস্থিত হইল, সেই বাটীর কর্ত্তা দীনবন্ধু দত্তের শয়নাগারে সুড়ঙ্গ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, গৃহস্বামী জাগরিত ছিলেন,

অনুমান দ্বারা প্রকরণ জানিয়া সেই অপহারকের কটিদেশে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। তস্কর প্রাণকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত করিল, সেই গৃহস্বামী গুরুতরাঘাত যাতনায় বহু চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছাগত হইয়া পতিত হইলেন, তদালয় বাসী ও অন্যান্যজন দীনবন্ধু দত্তের শব্দানুসারে কর্ত্তার বিপদ বিবেচনা করিয়া দ্রুত গতিতে সেই গৃহকে বেষ্টন করিল, তৎপরে সেই গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত দুষ্ট প্রাণকৃষ্ণকে ধারণ পূর্ব্বক বন্ধন করিল, এবং দীনবন্ধু দত্তকে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া সেবা দ্বারা সুস্থ করিল। পর দিবস সে সাপরাধি তস্করকে সেই দেশের বিচার কর্ত্তার নিকটে উপস্থিত করিল, প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ গুরুতর দোষে নৃপ নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া চিরকাল নিমিত্ত কারাগারে বদ্ধ রহিল। জীবনকৃষ্ণ ঘোষ শিশুকালাবধি মাতা পিতার নিকট স্থিতি হেতু নানা সুনীতি শিক্ষা দ্বারা অতি সচ্চরিত্র হইলেন ও নানা বিদ্যায় পরিপক্কতা গুণে নানা কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া বহু অর্থ সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, বহু সৎকর্ম্ম করণ দ্বারা জনরবে সুখ্যাতি ঘোষণা হইল, নিজ পিতা মাতা ও পরমাত্মীয় গণে নানা সুখ সম্ভোগে রক্ষা করি-

গণ, কিন্তু পুত্র স্নেহ হেতু প্রাণকৃষ্ণের কারণ পত্নী ও ঘনশ্যাম ঘোষের মনোদুঃখ যাবজ্জীবন দূরীকরণ হইল না।

ষষ্ঠ ইতিহাস।

ভারতবর্ষ নিবাসী মানবগণ রমণী গণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অবজ্ঞা করেন, এবং রমণী গণকে যৌবনের প্রারম্ভাবধি গোপনে রক্ষা করেন পুরুষ হীন সংসারে রমণীগণ বাটীর বহির্গত হইয়া সাংসারিক কার্য্য বশতঃ কোন প্রকাশ্য স্থানে গমন করিলে সকলেই তাহাদিগকে কুৎসা করেন নারী গণের বিদ্যাধ্যয়ন বারণ ও গোপনে রক্ষণ এ বিধান মুসলমানের রাজ্যাধিকারাবধি হইয়াছে, এমত অবিচার ইতিপূর্ব্বে ছিলনা অন্যান্য কি কহিব নরশ্রেষ্ঠ রাজগণ পত্নী সহিত সভামধ্যে স্থিত হইয়া বিচার করিতেন, এবং রাণীকে সংহতি লইয়া নানা স্থলে গমন করিতেন এবং রমণী গণ সকলেই নানা বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন এ সকল ব্যবহারের প্রমাণ নানা পুরাণাদিতে আছে তথাচ হিন্দুগণ ও মুষলমান গণ সুবিধানকে কুবি-

ধান করিয়াছেন, আহা ভারতবর্ষের স্ত্রী গণের অভাগ্য ও দুর্দ্দশা স্মরণ করিলে অত্যন্ত ক্লেশ নেত্রবারি নিবারণ হয় না, নারী সকল বিদ্যা রূপ পরম বস্তু আহা অজ্ঞাত হেতু অজ্ঞান পশুর ন্যায় আছেন, এবং পৃথিবীর শোভা দর্শনাভাবে গৃহমধ্যে কারাগারে বদ্ধ ন্যায় আছেন নারীগণ বিদ্যান্বিত হইলে সভ্যা হয় এবং সাংসারিক কর্ম্মে নানা শ্রেয় হয় ইহা ভিন্ন যে সকল অন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ কহিব সংপ্রতি এক উপাখ্যান কহিতেছি।

ইহার প্রমাণ।

হিন্দুস্থান মধ্যে বরাহভূম্যাধিপতি রাজা মোহন সিংহের দুই সন্তান জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জগন্ সিংহ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কেষব্ সিংহ্ ছিল, সে রাজা নিজ প্রাচীনাবস্থাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্ সিংহকে নিজ রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন কনিষ্ঠ পুত্র কেষব্ সিংহকে বায়ার্থে সেই রাজ্যের আয় মধ্যে মাসিক দুই সহস্র তঙ্কা স্থির করিয়া দিলেন, কিছু দিন পরে রাজা মোহন সিংহ্ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই রাজার সন্তানদ্বয় উভয়ে বিবাহ করিলেন, কিছুকাল পরে সেই উভয়ের দুইটী সন্ততি জন্মিল, আর পুত্র

কন্যা কিছুই হইল না। রাজা জগন্ সিংহের কন্যার নাম সুশীলা, যুবরাজ কেষন্ সিংহের কন্যার নাম গুণশীলা, কেষন্ সিংহ আপন কন্যাকে বিদ্যাধ্যয়ন করণে প্রবর্ত্ত করিলেন, উভয়ে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিলেন, গুণশীলার যুবত্ব কালেতেও কেষন্ সিংহ নিত্য ২ নিজ সভামধ্যে তাহাকে রক্ষা করিয়া নানা বিদ্যা ও নানা সুনীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন, দেশাচার ব্যবহারে জনরবে নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া গুণশীলাকে অতি গুণবতী করিলেন, কিছুকাল পরে জগন্ সিংহ ও কেষন্ সিংহ উভয়ের মৃত্যু হইল রাজা জগন্ সিংহের কন্যা সুশীলা রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। লোকতঃ কুৎসা ভয়ে অন্তঃপুরের বহির্গত হওনে লজ্জিতা হইয়া কর্ম্মচারিগণ প্রতি সকল রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, কর্ম্মচারিগণ লুপশূন্য সংসারে সে রাজ্যের আয় অপচয় পূর্ব্বক নিজ স্বার্থভোগী হইয়া অর্থ উপায় করণে রত হইলেন, অত্যন্ত অবিচারে প্রজাগণ জ্বালাতন হইল, ক্রমে ২ সে রাজ্যের উৎপন্ন সকল ক্ষয় হইবার উপক্রম হইল। কেষন্ সিংহের কন্যা গুণশীলা নানাবিদ্যা ও সুনীতি শিক্ষাদ্বারা অতি বুদ্ধিমতী হইয়াছেন, সে গুণবতী পরম্পরায় রাজা জয়ের

উপক্রম সমাচার শ্রবণ করিয়া এবং নিজ পিতার প্রাপ্য মাসিক নির্দ্দীত দুই সহস্র তঙ্কা প্রাপ্ত্য ভাবে সুশীলার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, কর্ম্মচারী গণ আমার নির্দ্দীতার্থ বন্ধ করিয়াছে এবং জনরবে শুনিতেছি রাজ্যের সকল আয় ক্ষয় হইবার লক্ষণ হইয়াছে, ও অবিচারে প্রজা সকল বিরক্ত হইয়াছে, ও ভগ্নি তুমি কি আপন বিষয়াদির প্রতি কিছুই মনোযোগ করিতেছ না, সুশীলা কহিলেন আমি রমণী স্বভাবা রাজ কর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত নহি, এবং আমি কুলবালা লোক লজ্জা ভয়ে অন্দরের বহির্গত হইতে পারি নাই বিশেষতঃ বিদ্যাহীনা হেতু রাজ্যের আয় ব্যয় বিবরণ কিছু মাত্র জ্ঞাত নহি, এই নিমিত্ত কর্ম্মচারি গণে সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছি দুর্জ্জন গণ ধর্ম্মহত কর্ম্মে রত হইয়া আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে সে বিশ্বাস ঘাতক অতি পাতক গণে জিজ্ঞাসা করিলে কহে রাজ্যের অনেক আয় ক্ষয় হই য়াছে, অতএব ব্যয়ার্থে অর্থ অনাটন হইতেছে, এই কারণে আমি উপায় হীনা হইয়া নিরত ভাবনা করি- তেছি গুণশীল কহিলেন আমি ভিন্নলোক নহি, আমার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে রাজ্যের লাভালাভ বুঝিব, এবং দুর্জ্জন গণের দুষ্টাচার ঘুচাইব

এই যুক্তি স্থির করিয়া রাজ সভা মধ্যে উপস্থিত হই-
লেন সভাস্থ সকলে গুণশীলাকে দর্শন মাত্র দণ্ডায়-
মান হইলেন, গুণশীলা নৃপাসনে উপবেশন করিলেন
সে সভাস্থ সর্ব্বজন নিজ২ আসনোপরি বসিলেন,
গুণশীলা সর্ব্বকর্ম্ম কারক প্রতি কহিতে লাগিলেন
এ রাজ্যের ক্ষতি ভিন্ন উন্নতি শুনিতেছি না, আমার
পিতৃব্য মহারাজার পরলোক গমনাবধি তোমারদিগ-
গের দ্বারা রাজ্যের আয় ব্যয় লিপি পত্র দৃষ্টি করিব,
শীঘ্র আনয়ন কর। তাহারা সকলে রমণীর সামান্য
জ্ঞান বিবেচনা করিয়া প্রবঞ্চনা বাক্য দ্বারা নানা
গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিল, গুণশীলা সে সর্ব্ব
জনের প্রতারণা বাক্য শ্রবণে রাগান্বিত হইয়া বহু
অনুচর প্রতি অনুমতি করিলেন এ অবিশ্বাসি গণ
যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ লিপি পত্রাদি আমাকে অর্পণ
না করে সে পর্য্যন্ত এ সকলকে শাসন কর, অনুচর
গণ তদাজ্ঞানুসারে কর্ম্মচারি গণে শাসন করিতে
আরম্ভ করিল, সে প্রতারক গণ সশঙ্কিত হইয়া গুণ-
শীলা সদনে বাচনিক এবং লিপিপত্র দ্বারা নিজ ২
কর্ম্ম পরিচয় নিশ্চয় প্রদান করিলেন, তাহারা নিজ ২
বেতন ভিন্ন নৃপ সংসারে যত অর্থ সংগ্রহ করিয়া-
ছিলেন গুণশীলা নিষ্পত্তি দ্বারা তাহার সমর্থ জ্ঞাত

হইয়া সেই সকল অর্থ সম্পত্তি তাঁহারদিগের হস্ত হইতে লইলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্ব২ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত রাখিয়া রীতি মত রাজ কর্ম্ম সকল প্রচলিত করিলেন, স্বয়ং রাজকীয় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে লাগিলেন, গুণশীলার সুপালনে প্রজা সকল সুখী হইলেন এবং নৃপ সংসারে সকল কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, গুণশীলা ও সুশীলা নিজ২ পতি ও পুত্রাদি সহ রাজ ভোগাদি নানা সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম ইতিহাস।

যে রাজা কিম্বা যে ধনাঢ্য অন্যসহ যুক্তি ভিন্ন কেবল আপন বুদ্ধি দ্বারা সকল কর্ম্ম করেন তাহাকে অবশ্য ক্লেশ পাইতে হয়, আর আত্মশ্লাঘি ব্যক্তির অধীনতা স্বীকার করা সজ্জন গণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অপমান গ্রস্ত হইতে হয়, আর যাহারা কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া আত্ম হিতার্থে এবং অন্যের মনোরক্ষার্থে নিজ প্রভুর কিম্বা অন্য ভাগ্যবানের অন্যায়াচরণ ও অনুচিত

রাজাকে ন্যায় কহে এমত চাটুকার গণে কর্ম্মাধ্যক্ষ করা কিম্বা তাহাদের সহ কোন ব্যবহার করা কাহারো কর্ত্তব্য নহে, সেই কুসঙ্গ দোষে অখ্যাতি হয় এবং অপচয় ভিন্ন কদাচ শ্রেয় হয় না।

ইহার প্রমাণ।

কলিঙ্গ নগরে রাজা পীতাম্বর সিংহ মহাবল পরাক্রান্ত ও গুণবন্ত এবং সজ্জন ও পরম ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন সে রাজার প্রধান মন্ত্রী বিশ্বম্ভর রায় সে ব্যক্তি অতি নীতিমান. রাজা পীতাম্বর বিশ্বম্ভর মন্ত্রির সহিত যুক্তি ভিন্ন কোন কর্ম্ম করেন না রাজা প্রাচীনাবস্থায় আপন পুত্র পেকাম্বর সিংহকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, নিজ সুখ্যাতি চির রক্ষা করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। * রাজা পেকাম্বর তরুণাবস্থায় পক্ক বুদ্ধি হইলেন, মনে২ বিবেচনা করিলেন আমি অতি ক্ষমতাবান এবং বুদ্ধিমান ও বিদ্বান. এই আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইবাতে স্ববুদ্ধিদ্বারা সকল কর্ম্ম করেন, প্রাচীন মন্ত্রী বিশ্বম্ভর রায় সৎ মন্ত্রণা প্রদান করিলে অবহেলা করেন পরদ্রব্য হরণে এবং পরদারা গমনে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন ধনাঢ্য প্রজাগণের অর্থ সম্পত্তি বলপূর্ব্বক লইতে আরম্ভ

করিলেন, রাজার অতি অনাচার দৃষ্টি করিয়া বিশ্বম্ভর মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন। মহারাজ শ্রবণ করুন আমি আজন্মাবধি তব পিতামহাদির পালিত আপনার সুমঙ্গল প্রতি মতি স্থিতি ভিন্ন অতি অধর্ম্মে পতিত হইব, অতএব কিছু সুনীতি কহি অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না। যে জন আপন প্রতি ধন্য জানে জগৎ সংসারকে সামান্য জ্ঞান করেন তাহাকে শীঘ্র ধ্বংস হইতে হয়, অন্যানের অন্যায় ন্যায় বিচার রাজা করেন, রাজা প্রজাগণ প্রতি অন্যায় করণে প্রবর্ত্ত হইলে জগদীশ্বর সে রাজাকে দণ্ড প্রদান করেন, অতএব প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য এবং পরসম্পত্তি ও পরপত্নী হরণ ইত্যাদি অনাচরণ ত্যাগ করুন, নচেৎ ত্বরায় রাজ্য ক্ষয় ও অতিশয় অপযশ হইবে, রাজা আপন নিন্দা শ্রবণ করিয়া নিজ কুনীতি প্রতি মনোগত ভিন্ন রাগান্বিত হইয়া মন্ত্রিকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন বিশ্বম্ভর রায় অপমান গ্রস্ত হইয়া লজ্জাভিমানে মগ্ন হইলেন। রাজা এক দিবস সেই মন্ত্রির প্রতি কহিলেন, এ রাজ্য মধ্যে প্রজাগণ আমার সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করে তুমি অন্বেষণ কর। নৃপাজ্ঞা মতানুসারে বিশ্বম্ভর স্বয়ং এবং স্বানুগত লোকদ্বারা

তদনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইলেন, মন্ত্রিবর এক দিবস প্রথম রজনীতে একাকী নগর ভ্রমণ করিতে ২ দেখিলেন এক গৃহমধ্যে বহুজন বসিয়া পরস্পর রাজা পেকাম্বরের অনেক নিন্দা করিতেছে, কেহ কহিতেছে এ রাজা অতি লম্পট কেহ কহিতেছে এ রাজা প্রজার সুখৈশ্বর্য্য দেখিতে পারে না, কোন জন কহিতেছে এ রাজা অতি কুকর্ম্মশালী, কোন ব্যক্তি কহিতেছে এ রাজা অতি প্রজাপীড়ক, কেহ ২ কহিতেছে এ দুর্ব্বৃত্ত রাজার দৌরাত্ম্যে এ রাজ্যমধ্যে বসবাস করা ভার হইল। বিশ্বম্ভর রায় সঙ্গোপনে নৃপতির অপখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তৎকালীন তাহাদিগকে কিছুমাত্র না কহিয়া নিজালয়ে আসিলেন, মন্ত্রিবর সে রজনী প্রত্যূষান্তে রাজসদনে গমন করিয়া গত রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন, রাজা নিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, মন্ত্রির প্রমুখাত নিন্দাকর গণের নাম ধাম জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে অনুচর দ্বারা ধৃত পূর্ব্বক নিজ স্থলে আনাইলেন দোষ ঘোষণা কারকগণ প্রতি ক্রোধ বশতঃ কহিলেন কল্য রাত্রিকালে তোমরা সকলে আমার অনেক নিন্দা করিয়াছ, তোমারদিগের প্রাণ দণ্ড করিব। তাহারা জীবনাঘাত শঙ্কাকুল মহা ভীত,

হইয়া প্রতারণা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহারাজ আপনি দুষ্ট দমন কারক, ও শিষ্ট প্রতিপালক সু দণ্ড প্রদায়ক, আপনার নিন্দা মুখে উচ্চারণ করিলে মুণ্ড খণ্ড ২ হইবে, আমারদের কি গণ্ডচ্ছেদনের ভয় নাই আমরা প্রতি রজনী এক স্থানে নানা ক্রীড়া গান বাদ্য প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকি, রায় মহাশয় কহিয়াছিলেন তোমরা নিত্য ২ বহু গোল যোগ করিতেছ আমাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান কর, নচেৎ নৃপের নিকটে কোন প্রবন্ধ দ্বারা শাসন করাইব। সে কথায় আমাদিগের অসম্মতি হেতু আমাদিগকে দণ্ড প্রদান প্রয়াসে আপনার স্থলে অসদর্থ কথা কহিয়াছেন, আপনার কোন নিন্দা কস্মিন্‌কালে করি নাই, ধর্ম্মাবতার সূক্ষ্ম বিচার করুন। রাজা সেই সকলের বাক্যে প্রতীতি পূর্ব্বক সুবোধ মন্ত্রিকে দুর্জ্জন বোধ করিয়া সংপূর্ণ ক্রোধ চিত্তে কহিলেন। সভাসদ সকলে বিবেচনা কর বিশ্বম্ভর রায় অসজ্জন মনুষ্য ব্যবহার অত্যন্ত দূষ্য আমার অহিতে ও অখ্যাতিতে মনঃপূত অসদাচারে রত জ্ঞান হইতেছে, আমি শ্রদ্ধা করি অতএব আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে, এমত প্রভুদ্রোহি জনে সন্নিধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, সেই নির্ব্বোধ রাজা সুবোধ

মন্ত্রিকে অনেক তিরস্কার করিয়া তাঁহার অর্থ সম্পত্তি সকল বল পূর্ব্বক লইয়া তাহাকে পরিবার সহ আপন রাজ্যের বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, বিশ্বম্ভর রায় অস্বাস্থ ও দেশান্তরী হইলেন, তথাচ অনীতিতে সম্মতি করিলেন না, মন্ত্রী অকূল বিপদে ব্যাকুল হইয়া খেদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হায় একি দায় ঘটিল, অসজ্জনের অধীনতায় সর্ব্বনাশ হইল, অতি দুরন্ত বিনা দোষে দেশত্যাগ করাইল, ইত্যাদি নানা খেদোল্লেখ করিতে ২ সপরিবারে মগধ রাজ্যে সংচর্য্যায় এবং স্বক্ষমতায় সে দেশাধিপতির সন্নিধানে প্রতিপন্ন হইয়া তদ্দেশ বাসী হইলেন। রাজা পেকাম্বর সিংহ নিজমতে অসম্মতি কারক সুনীতিমান গণে পরিত্যাগ করিয়া স্বমতে মতদায়ক দুর্জ্জন গণে নিজ স্থানে নানা কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত করিলেন, সেই কলিঙ্গ নগর নিবাসী তারাপ্রসাদ বসু অতি ধূর্ত্ত এবং দুর্বৃত্ত দুরাচার পেকাম্বর রাজার প্রধান মন্ত্রী হইল, প্রীতি জনক বাক্য কহিয়া রাজাকে বশীভূত করিল। রাজা পেকাম্বর এক দিবস তারিণীপ্রসাদকে কহিলেন ওহে মন্ত্রী বল দেখি আমার কোন দোষ আছে কি না, সে কপট তারক কহিল মহারাজ আপনার কোন দোষ দেখিতেছি না

আপনি অত্যন্ত রূপবান আপনার সৌন্দর্য্য ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় ও নানা বেশ ভূষাদির শোভায় রমণীগণ বশীভূত হয়, আপনি গুণবান আপনার নির্ম্মল গুণ চন্দ্রোদয়ে এ প্রদেশ দীপ্তিমান হইয়াছে আপনি স্থবিচারী আপনার সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করি এতাদৃশ ক্ষমতাবান নহি. ইত্যাদি নানা প্রতারণা দ্বারা প্রশংসা করাতে সে নির্ব্বোধ রাজা আপনার প্রতি অতি ক্ষমতাপন্ন বোধ করিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইল এবং অপকর্ম্মে অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, মন্ত্রি প্রভৃতি স্তাবক জনে নিত্য ২ নানা অর্থ সম্পত্তি পারিতোষিক প্রদান করিতে লাগিল, নানা অসৎ কর্ম্মে প্রত্যহ অর্থ ব্যয় করিতে২ কিছু দিন মধ্যে ধনহীন হইল ক্রমে২ সকল সম্পত্তি ক্ষয় হইবায় দৈন্য দশা ঘটিল।

অষ্টম ইতিহাস।

অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইলে অন্তঃকরণ মধ্যে শঙ্কা ত্যাগ করিয়া সাহস করা কর্ত্তব্য এবং অন্য ব্যক্তিরো তাহাকে সাহস প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহাতে ক্রাসিত

মনের চিত্তের আশঙ্কা হত হইয়া মহান বিপদে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। আর যৎসামান্য বিপদকে গুরুতর জ্ঞান করিয়া চিত্ত মধ্যে ভয় করিলে ও অন্য ব্যক্তি তাহাকে মহা ভয় দর্শাইলে জ্ঞান হত ক্রমে বিপদে পরিত্রাণ পাইবার উপায় ক্ষীণ হইয়া মহা শঙ্কায় প্রাণ হত হয়।

ইহার প্রমাণ।

শিখরভূমি সংক্রান্ত রঞ্জপুর গ্রাম নিবাসি দুর্গাদাস রায় নিজ ভৃত্য তারাচাঁদ দাসের সহিত সরোবরে স্নান করিতে গমন করিলেন। দুর্গাদাস বাপীতট নিকটবর্ত্তি বারিতে নামিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন, সেই পুষ্করিণী মধ্যে একটা বৃহদ মণ্ডূকীকে ভোজনার্থ একটা দীর্ঘাকার কালসর্প ধাবমান হইল। দদ্দুরী প্রাণভয়ে পলায়ন করত ভ্রমণ করিতে২ দুর্গাদাস রায়ের চরণ পার্শ্বে লুক্কায়িত হইল, সর্পটা দ্রুতগতি পূর্ব্বক মণ্ডূকীকে না দেখিয়া অদৃষ্টি হেতু রাগান্বিত হইয়া দুর্গাদাসের জঙ্ঘায় দংশন করিল, দুর্গাদাস দংশন জ্বালায় কাতর হইলেন, কিন্তু কি দংশন করিল তাহা নিরূপণ করিতে পারিলেন না, তৎকাল সেই সর্পটা তাঁহার পশ্চাৎ

ভাগে ভাসমান হইয়া পুনরায় নীর মধ্যে মগ্ন হইল দুর্গাদাসের ভৃত্য তারাচাঁদ বিষধরকে দৃষ্টি করিয়া নিশ্চিত জানিল, দুর্গাদাসকে সর্পাঘাত হইল কিন্তু নিজ প্রভু প্রতি কহিল বোধ হয় আপনাকে সামান্য কীটে দংশন করিয়াছে, মহাশয় মনোমধ্যে শঙ্কা করিবেন না। এমত সময়ে ফণি ভয়ে ভীত ভেকটা দুর্গাদাসের সম্মুখে ভাসমান হইল, দুর্গাদাস তৎদৃষ্টে বিবেচনা করিলেন এই দর্দুরীটা আমার চরণে দন্তাঘাত করিয়াছে. মণ্ডূকী দংশনে এবং ভৃত্যের বচনে তাহার অন্তঃকরণের ভয় ক্ষয় হইল। কিন্তু দংশন জ্বালায় বিব্রত হইয়া নিজালয়ে গতি পূর্ব্বক সন্দেহ ক্রমে এক সর্প চিকিৎসককে আনিলেন সে চিকিৎসক সর্পমন্ত্র পাঠ করিতে ২ ক্ষত চরণে হস্ত বুলাইতে লাগিল নানা মন্ত্রদ্বারা বিষ ক্ষয় হইবাতে যাতনা দূর হইল, এবং রুধির নির্গত নিবারণ হইল দুর্গাদাস মণ্ডূকী দৃষ্টে ও তারাচাঁদের বাক্যে সাহস প্রাপ্ত হইয়া বিষাক্ত সর্পাঘাত বিষম্বালা বিপদে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন. সেই কৃষ্ণপুর গ্রাম নিবাসী শিবদাস ঘোষ আপন দাস সহ সেই সরোবরে স্নান করণার্থে গমন করিলেন সলিলে পাদার্পণ করিবা মাত্র তৎসন্নিধি নীর মধ্যে স্থিত পূর্ব্বোক্ত মণ্ডূকীটা

শিবদাসের চরণকে হঠাত সর্প বোধ করিয়া অত্যন্ত ভ্রান্তঃকরণে তাহার চরণে দন্তাঘাত করিল, শুক্র-রা ঘাতে ক্ষতস্থল হইতে রুধির নির্গত হইতে-লাগিল শিবদাস চরণ উত্তোলন করত গুল্ফ পার্শ্বদেশে বিস্তর ক্ষত দৃষ্টি করিবায় অতিশয় ভয়োৎপত্তি সংযুক্ত তাহার শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত বিষাক্ত শরীসৃপটী শিবদাসের সম্মুখে ধাবমান হইল তৎ দৃষ্টিমাত্র শিবদাস নিশ্চিত বোধ করিলেন ঐ কাল সর্পটা দংশন করিয়াছে, মহৎ শঙ্কায় মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার দাস ঠাকুরদাস দাস ত্রাসযুক্ত হইয়া শিবদাস প্রতি কহিল ওগো মহাশয় সর্ব্বনাশ হইল বারিতেই পদার্পণ কালে আপনাকে ঐ কাল সর্পটা দংশন করিল, আপনি বিষতেজে বিষণ্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছেন আপনার প্রাণ বিয়োগের উপক্রম দেখিতেছি। শিব দাস সর্প দংশন শঙ্কায় একে কাতরান্বিত তাহাতে নিজ দাসের অসাহসিক বাক্যে ততোধিক ভীতচিত্তে অতি ত্বরায় তটোপরি উত্তীর্ণ হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে ধরোপরে দণ্ডন্যায় পতিত হইলেন, অতি-শয় শঙ্কায় হতজ্ঞান ও স্পন্দন রহিত হইলেন। তাহার পরিজন গণ সেই বিবরণ পরম্পরায় শ্রবণ

মাত্র এক জন সর্প চিকিৎসক সহিত শিবদাসের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শিবদাস জ্ঞান-শূন্য ও বিবর্ণ হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়াছে, ঠাকুরদাসের প্রমুখাত বিবরণ অবগত হইয়া সর্প চিকিৎসক হস্ত চালনা দ্বারা জানিলেন সর্পাঘাত হয় নাই তথাচ বহু মন্ত্র পাঠ করিতে২ তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। শিবদাস অতিশয় ত্রাসে সাহস হীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ভয় এমনি বিপদ যে বিষ হীন ভেক দংশনে সর্পাঘাত শঙ্কায় শিবদাস ঘোষের প্রাণ বিয়োগ হইল।

নবম ইতিহাস।

ধনাঢ্যের সংসারে কর্ম্মচারী যদ্যপি স্বক্ষমতায় নানা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধনার দ্বারা প্রভুর স্নেহ পাত্র হইয়া প্রধানত্ব প্রাপ্ত হয়েন তথাচ সেই সংসার ভুক্ত অন্য২ কর্ম্মচারি গণে অগ্রাহ্য না করিয়া তাহাদিগের সহিত ঐক্যাত্মায় সর্ব্ব কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এবং আপন স্বার্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ অন্যান্যের প্রতি দোষ দর্শাইয়া মন্দ করণে সঙ্কোচিত হওয়া উচিত

নহে, যেহেতু পরদ্রোহ কর্ম্মে মর্ম্ম বেদনা পাইতে
হয় দশচক্র প্রভাবে নানা বিপদ ঘটে ও অপযশ হয়
ও আপদগ্রস্ত হইতে হয়।

ইহার প্রমাণ।

মল্ল ভূম্যাধিপতি গোপাললাল সিংহ অতি ধর্ম্মিষ্ঠ শিষ্ট ও ইষ্ট নিষ্ঠ রাজা বিষ্ণুপুর নগর মধ্যে বসবাস করিতেন, নৃপালয়ে শ্রীমন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ শ্রীনাথ মদনমোহন বিগ্রহ বিরাজমান ছিলেন, শ্রীমূর্ত্তি অতি সুনির্ম্মল নীলোৎপল ন্যায় উজ্বল নবজলধর নাকৃত শ্যামসুন্দরের সুঠাম গঠন দর্শনে অশেষ কলুষ ক্ষয় হইবায় মহা পুণ্যোৎপন্ন হয় যাদৃশ শশধরোদয়ে তিমির বিনাশ হয় তাদৃশ নব নীলকান্তি কলেবর দৃষ্টি মাত্র মনের মালিন্য দূর হয়, রাজা গোপাল-লালের মদনমোহনের প্রতি সাতিশয় রতি মতি ও অত্যন্ত ভক্তি ছিল পরম বিষ্ণু পরায়ণ রাজার শাসনে বিষ্ণুপুর নিবাসি গণ সকলেই হরি পরায়ণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও রাধাকৃষ্ণ প্রিয়গুণ কথন শ্রবণ সর্ব্বক্ষণ করেন রাজা গোপাললালের প্রধান কর্ম্মচারী কৃষ্ণ-নগর গ্রাম নিবাসী বিপিনবেহারি ঘোষাল ক্রুর ও নিষ্ঠুর ও কুচুর ছিল সে ব্যক্তি প্রক্ষমত্তায় নানা শ্রেষ্ঠ

কর্ম্ম সাধনা দ্বারা নৃপতির অত্যন্ত স্নেহ পাত্র হইলে এবং আপন ক্ষমতা বৃদ্ধির মানসে নানানুসন্ধান দ্বারা রাজ সংসারে অন্য কর্ম্মচারি গণের নানা দোষ দর্শাইয়া নৃপতির সন্নিধানে সে সকলকে অক্ষমত। পন্ন ও নানা দোষ ভাজন করিলেন রাজার নিকটে এমনি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে রাজা অন্যান্য কর্ম্মচারিগণে অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষালের সম্মতি ভিন্ন কোন কর্ম্মই করেন না ক্রমে ২ ঘোষালের আজ্ঞানুসারে রাজ সংসারের সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, বেতন ভোগি গণ জানিলেন ঘোষালের দ্বারা আমাদিগের অপযশ ও আয়ের খর্ব্বতা হইল, এবং অপদস্থ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। ভদ্র সন্তান গণ আপন ২ অভদ্র দৃষ্টি করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার সময়ে সকলে এক স্থানে বসিয়া পরামর্শ করিলেন পরমন্দ কারি পাপিষ্ঠ ঘোষালকে কোন প্রবঞ্চনা দ্বারা নৃপালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে না পারিলে আমারদিগের পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতেছি না, কেহ ২ কহিলেন পরের মন্দ করিলে ও মিথ্যা কহিলে মহা পাপ হয়, কেহ ২ কহিলেন মিথ্যা কহিলে যদি বিপদ উদ্ধার হয় এবং শত্রু ক্ষয় হয় তাহা অবশ্যই উচিত শত্রু ক্ষয় করণার্থে কোন

ক্রমে ত্রুটি করা কর্ত্তব্য নহে মহা ভারতে প্রমাণ আছে বিপদ উদ্ধার কারণ পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন এবং অনেকের দর্পচুর্ণ করণ ও বহু দুষ্টের দমন কারণ মহর্ষি নারদ কত শত বার মিথ্যা কহিয়াছিলেন। ঘোষালকে নৃপ সন্নিধানে গমন ত্যাগ না করাইলে আমারদিগের শ্রেয় নাই, সকলে এই যুক্তি স্থির করিয়া নৃপালয়ের সিংহ দ্বারের দ্বারপাল গণে আনয়ন করত তাহার দিগের প্রতি কহিলেন ওহে দ্বারপাল গণ তোমরা তো দেখিতেছ ঘোষাল মহাশয় আত্ম স্বার্থ কারণ নানা প্রবন্ধে শঠতা দ্বারা রাজার নিকটে প্রস্তুত হইয়া আমারদিগকে অপ্রস্তুত ও অপমান গ্রস্ত করিয়াছেন এবং অপদস্থ করণের উদ্যোগে আছেন, দ্বারপাল গণ কহিল মহাশয়রা গো ও দুঃখের কথা কেন কহেন শুনিতে পাই ঘোষাল মহাশয় নৃপ সন্নিধানে আমারদিগের দুর্নাম সর্ব্বদাই করেন। সেই নৃপাধীন গণে দ্বারপাল দিগকে কহিলেন কল্য ঘোষালের রাজ সভায় গমনকালীন তোমরা তাহাকে সিংহ দ্বারে প্রবেশ করিতে না দিয়া দূরীকরণ করিয়া দিবে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে নৃপতি তব প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রাজ সভায় গমনের

নিষেধ করিয়াছেন, রক্ষক গণ শ্রবণ মাত্র মহা ভয়ে ভীত হইয়া কহিল এ যে অসম্ভব কথা কহিলেন, ঘোষাল মহাশয়ের নৃপতুল্য মান আমরা সামান্য ব্যক্তি হইয়া মান্য জনের অপমান করিলে এ অপরাধে নৃপ নিকটে দণ্ড প্রাপ্ত হইব, কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইব না, মহাশয়রা বিবেচনা করুন নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিলে ও তক্ষকের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করিলে অবশ্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়, শৃগাল সিংহের সহিত বিবাদ করিলে তৎকাল বিনাশ হয়। প্রধান ব্যক্তির অপমান করা একথা গোপন থাকিবার নহে নৃপ সান্নিধানে প্রকাশ হইলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ নির্যাস হইবে। ঘোষাল মহাশয়ের রাজ সভায় গমন নিবারণ এমত দুঃসাহসি কর্ম্ম আমরা করিতে পারিব না কর্ম্মাধ্যক্ষ সকলে কহিলেন আমরা একাত্মায় ঘোষালের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব প্রবঞ্চনা বাক্য দ্বারা রাজাকে ভুলাইব রাজাগণ শ্রবণে দর্শন করেন নানা দিগ্ দর্শন দ্বারা উৎকট দোষ দর্শাইয়া ঘোষালের প্রতি রাজার অন্তঃকরণের বিভিন্নতা জন্মাইব। তোমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র, যাদৃশ মহা বাতে দাবানল প্রবল হইয়া কানন দগ্ধ করে তদ্রূপ সূত্র মাত্র উপায় দ্বারা শত্রুকে শাসন করণের ত্রুটি করা

কর্ত্তব্য নহে, ইহাতে ভয় করিও না। শঙ্কা করিলেই শঙ্কা ঘটে সে কথায় দ্বারপালদিগের সম্মতি হইল। কর্ম্মচারী সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন পর দিবসে রাজ সভাস্থ হওনের সময় বিপিনবেহারি ঘোষাল শিবিকারোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া রাজ-বাটীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তৎপ্রতি দ্বার-পালগণ কহিল মহাশয় নৃপালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন না। মহারাজা রাগান্বিত হইয়া আপনাকে রাজসভায় গমন করিতে নিষেধ করিয়াছেন আপন বাসস্থানে প্রত্যাগতি করুন। নচেৎ অপমান প্রাপ্ত হইতে হইবে ঘোষাল আপন দোষ প্রতি মনোযোগ না করিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন যে জন অপকর্ম্ম করে তাহাতে আপন অপযশ ও অধর্ম্ম বোধ করে না কালন্যায় দ্বারপাল গণের বাক্যে ঘোষাল তৎকাল কালপ্রায় হইয়া কালের গতিক চিন্তা করিতে লাগি-লেন আমি আপন জ্ঞান গম্য কোন ধর্ম্মহীন কর্ম্ম করি নাই তবে রাজা কি নিমিত্তে রাগান্বিত হইলেন নৃপতি দ্বারপাল গণ প্রতি আমার গতির নিষেধানু-মতি করিয়া থাকিবেন নতুবা মৎপ্রতি সামান্য ব্যক্তি গণের এমত উক্তি সম্ভবে না রাজা আমাকে সন্তান স্বরূপ স্নেহ ত্যাগ করিয়া বিরূপ হইয়াছেন, ইহা

পাপগ্রহের ফল এমত দুঃসময় এ সামান্য ব্যক্তির দিগের সহিত কোন প্রত্যুত্তর করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ রাজা যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীপতি হইয়া মন্দ গ্রহ ফলে অমরাবতী তুল্য বাস স্থানাদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করত কানন বাসী হইয়া ছিলেন, ভীমার্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞাকারী তথাচ তৎকালে শত্রু গণ প্রতি কিছুমাত্র কহেন নাই, সময় বিশেষে নীচের উচ্চবাক্য দুর্বো ধের সহ্য করা উচিত আমি যদ্যপি এমত সময়ে কোন কটূত্তর করি তবে অধিক অপমান গ্রস্ত হইব এই বিবেচনা করিয়া বাসাগারে প্রত্যাগতি করত নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা গোপাললাল ও অন্য ২ কর্ম্মাচারি গণ ক্রমে ২ সকলে সভাস্থ হই লেন কিয়ৎকাল পরে নৃপতি নিজ সভাসদ সকলের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে দিবা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল তথাচ ঘোষাল কেন আইলেন না ইহার কারণ কি নৃপতির মন্ত্রী প্রিয়তম মিত্র কহিলেন মহারাজ অদ্য ঘোষালের এ স্থানে গমন না হওনের বিশেষ কারণ আছে তাহার কদর্য্য ব্যবহার কহিতে লজ্জা ও ভয় হইতেছে, রাজা কহিলেন মন্ত্রী তুমি যে অসম্ভব কথা কহিলা ঘোষাল অতি সুনীতিমান তবে তাহার কি অকরণ বিবরণ যথার্থ বল। মন্ত্রী কহি

লেন মহারাজ শ্রবণ করুন, অদ্য আমি এ স্থলে
গমন কালীন পথ পার্শ্বে ঘোষাল মহাশয়ের বাস
স্থান জন্য তাঁহাকে দর্শনাশয়ে তদালয়ে প্রবেশ
করিয়া দৃষ্টি করিলাম এক গোপন গৃহমধ্যে একটা
সুরা পূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশে
লোহিত যবাপুষ্প মাল্য প্রদান পূর্ব্বক বহু বন্ধু বর্গ
সহিত সেই সুরা ঘট বেষ্টনে উপবেশন করিয়া সুরা
পান ও ভূজা ও চনক ভাজা ভোজন করিতেছেন,
মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া কেহ ২ গীত বাদ্য ও নৃত্য
করিতেছেন ঘোষাল মহাশয় আমাকে দৃষ্টি করিয়া
সহাস্য বদনে সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন আইস ২ বন্ধু
বইস তুরিতানন্দ ভক্ষণ করিয়া দেহ পবিত্র কর,
সে ব্যক্তির উক্তিতে আমার অভক্তি জন্মিল ও ত্রাস
যুক্ত হইয়া কহিলাম মহাশয় বুঝি শক্তি সাধক শাক্ত
মহারাজা অতিরিক্ত বিষ্ণু ভক্ত তিনি যাহাতে বিরক্ত
তুমি তাহাতে অনুরক্ত তোমাকে কুকর্ম্মে আসক্ত দৃষ্টি
করিয়া রাজা বিরক্ত হইবেন, প্রভুর অপ্রিয় কর্ম্ম
করিতেছেন ইহাতে আপনার প্রতি বিপরীত আক্-
রোশোৎপত্তি হইবে, ঘোষাল মহাশয় শ্রবণ মাত্র রাগা-
ন্বিত হইয়া কহিলেন আমি তোমারদের ন্যায়
রাজাকে ভয় করি না রাজার ক্ষমতা কি আছে

আমাদ্বারা রাজ্য চলিতেছে রাজা কেবল সাক্ষি গোপা লের ন্যায় উপলক্ষ মাত্র যাদৃশ কীচকের বলে বিরা নৃপতি ও অর্জুনের ক্ষমতায় যুধিষ্ঠির ক্ষিতিপতি হইয়াছিলেন তাদৃশ আমার যোগ্যতায় রাজা গোপা লাল রাজ্য ভোগ করিতেছেন। রাজা শ্রবণ মাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া চমকিত চিত্তে কহিলেন আমার স্থানে বিষ্ণু পরায়ণ ভিন্ন শাক্ত কেহ নাই মন্ত্রী তুমি আশ্চর্য্য কথা কহিলা এ যে বৈষ্ণবের রাজ্য সে জাত্যংশে পূজ্য আপন ধৈর্য্য মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য ও সহ্য গুণ ত্যাজ্য করিয়া কদর্য্য কার্য্য কেন করিল যদ্যপি যথার্থ অন্যায্য ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে এবং আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া থাকে তবে সে দুর্জ্জন প্রতি সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব, রাজা সেই তত্ত্ব সত্য মিথ্যা জ্ঞাতার্থে সকল সভাসদ প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন রাজ্য সংসারে অর্থ উৎপন্ন কারক ও অর্থ রক্ষক ব্যয় কারক ও আয় ব্যয় মীমাংসক প্রভৃতি সকলেই কহিলেন পরম্পরায় শুনিতে পাই ঘোষাল মহাশয় নিত্য ২ রাত্রিযোগে সুরাপান করেন এবং কোন ২ দিন রজনীকালে তৎ সন্নিধানে গমন করিয়া বদনে ঘ্রাণে অপেয় পান করা প্রমাণ করিয়াছি, তিনি আপনার পরম পূজ্য পাত্র এবং প্রকৃষ্ট

র্ম্মে প্রবর্ত্ত ও প্রধানত্ব হেতু ভয় প্রযুক্ত আপনার
নকট তাহার অনাচার প্রচার করিতে পারি নাই
াজা শ্রবণ মাত্র অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কহিলেন
আমি বিষ্ণু পরায়ণ সে দুরাচার আমার পূজ্য পাত্র
হইয়া বৈষ্ণবাচরণের প্রতি যাহা অসংস্কার তাহাই
ব্যবহার করিতেছে এবং আমাকে সামান্য জ্ঞানে
অমান্য করিয়াছে আমাকে অগ্রাহ্য করে সে কি
ত তেজ বীর্য্য ধরে এ যেন তাহারি রাজ্য একি
দর্য্য কার্য্য সহ্য হইতেছে না আমি স্বয়ং গমন
রিয়া সে দুর্জ্জনের মাৎসর্য্য হত করিব ত্বরিত গমন
তুরঙ্গ ত্বরায় আনয়ন কর, নৃপতির ক্রোধোক্তি শ্রুত
মাত্র সেনাপতি সিদ্ধেশ্বর সিংহ রাজার অজ্ঞাতসারে
শীঘ্র অশ্বারূঢ় হইয়া ঘোষালের সন্নিধানে গতি
পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়গো আপনার উৎকট সঙ্কট
দেখিতেছি রাজা তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কালান্তক
যমের ন্যায় ঘোটকোপরি আরোহণ করিয়া তোমাকে
বিনাশার্থে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সিংহের
বাক্য শ্রুত মাত্র ঘোষাল বিশাল ভয়ে ভীত হইয়া
ৎপ্রতি তৎকাল জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা আমাকে
অত্যন্ত সমাদর করিতেন কি কারণে হতাদর করিয়া
আত্যন্তিক রাগান্বিত হইয়াছেন তাহা নিশ্চিত [illegible]

সিংহ কহিলেন তাহা জ্ঞাত নহি রাজার যে প্রকার ক্রোধ বোধ করি কোন গুরুতর দোষ দৃষ্টি কিম্বা শ্রবণ করিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা হয় এই ভয় প্রযুক্ত কহিতে আইলাম মহাশয় ত্বরায় পলায়ন করুন. ঘোষাল কহিলেন আমি রাজার উপকার ভিন্ন অপ-কার কস্মিন্ কালেও করি নাই দোষ হীন প্রতি শাসন করণের কারণ কি তাহা নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তদন্ত জানিব, বিবরণ জ্ঞাত ভিন্ন পলায়ন করিলে অকার্য্য না করিলেও দোষ ভাজন হইতে হইবে, সেনাপতি কহিলেন ক্রোধ চণ্ডাল স্বরূপ রাজা চণ্ডালগ্রস্ত হইয়াছেন মনুষ্য রাগী হইলে হিতাহিত ও ন্যায় ন্যায় বিবেচনা থাকে না, যেমন চোরে ধর্ম্ম কথা গ্রাহ্য করে না, রাজা মহা ক্রোধে হঠাৎ মস্তক ছেদন করিলে তুমি কি করিবে অতএব এগত ক্ষেত্রে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য তুমি তেজস্বী অশ্বারূঢ় হইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন ভিন্ন পরিত্রাণ পাইবে না আর কি জানি যদ্যপি প্রাণ হন্তা শত্রু নিকট বর্ত্তী হয় তৎকালে আত্ম রক্ষার্থে তীক্ষ্ণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন কর, ঘোষাল অতিশয় শঙ্কায় অস্থিচর্ম্ম ধারণ করিয়া বাতাধিক শীঘ্র বেগে অশ্বো-পরি আরোহণ করিয়া আলয়ের বহির্গত হইলেন.

তৎকাল রাজা গোপাললাল ঢাল করবাল করে খাটকোপরে ঘোষালের দৃষ্টি গোচরে কিঞ্চিদ্দূরে উপস্থিত হইলেন রাজার এক সভাসদ রাজাকে কহিলেন মহারাজ দেখুন ঘোষাল অশ্বারূঢ় হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া আপনার সহিত সমর করণাশয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন, রাজা দৃষ্টিমাত্র সক্রোধ চিত্তে ত্বরায় চলিলেন ঘোষাল মহাভয়ে স্বগ্রাম মুখ হইয়া পলায়ন করিলেন, রাজা নগরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষালের পশ্চাৎ গামী হইয়া তাহাকে ধৃত করণে অক্ষম কারণ নিজালয়ে প্রত্যাগত হইলেন ঘোষাল কৃষ্ণনগর গ্রামে আপন ভবনে আগমন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে রহিলেন কিছুদিন পরে পরম্পরায় জ্ঞাত হইলেন আপন শ্লাঘ্য কারণ কর্ম্মচারি সকলেরি নানা প্রকার মন্দ করাতে এবং সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করাতে সেই সকলে ঐক্য বাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়া মহাবিপদ ঘটাইয়াছে তখন মনেং নানা খেদ করিতে লাগিলেন আমি আপন দোষে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম চ্যুত করিয়া মর্ম্ম বেদনা পাইলাম নরপাল গোপাললাল বিপিনবেহারি ঘোষাল প্রতি বিরক্ত ভাবে সভাসদগণে কহিলেন ঘোষাল অত্যন্ত কৃতঘ্ন অতএব সে ভণ্ডের মুখ দর্শন আর করিব না সে ব্যক্তি

জাতাংশে ব্রাহ্মণ এই কারণ ক্রোধ সম্বরণ করিলাম
নচেৎ তাহার মস্তক ছেদন করিতাম ঘোষাল নিজ
ঘরে স্থিতি করিয়া কিয়দ্দিবস পরে শ্রবণ করিলেন
রাজার কর্ম্মচারি সকল রাজার সদনে আমার প্রতি
অন্ন পানাদি অপযশ দর্শাইয়া আমাকে দূরীকরণ
করিয়াছে মনে ২ অনেক খেদ করিতে লাগিলেন
অন্যান্য উপায় হীন হইয়া রাজার নিকটে বারম্বার
এই পত্রাবলি প্রেরণ করিলেন যে মহারাজ কর্ম্ম চারি
গণ মিথ্যাপবাদ দর্শাইয়াছে আপনি বিচার না
আমার অপমান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন কর্ম্ম
চারি সকলে ঘোষালের লিপি পত্র খানি নৃপতির
কর্ণগোচর করিল না ঘোষাল পূর্ব্ব ভাব অভাবে
আপন ভবনার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিলেন। এমত অ
স্থায় এক বৎসর গত হইল। রাজার পরম প্রি
পাত্র ও স্বসম্পর্কীয় কুটুম্ব বিষ্ণুপুর নিবাসি মদনলাল
সিংহের সহিত বিপিনবেহারি ঘোষালের বন্ধুত্ব
ছিল কিন্তু ঘোষালের অপদস্থাদি বিপদ গ্রস্ত সময়
মদনলাল সিংহ বৃন্দাবনাদি নানা তীর্থ পর্য্যটনে
গমন করিয়াছিলেন সিংহ আপন গৃহে প্রত্যাগমন
করণানন্তর ঘোষালের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
দুঃখিত হইলেন পরম্পরায় নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেন

ঘোষাল আত্ম স্বার্থ কারণ সকল কর্ম্ম চারিগণের অপমান করিয়াছিলেন অতএব সকলে ঐক্য বাক্যে ঘোষালের মদ্য পান করা ও নৃপতিকে অগ্রাহ্য করা রাজার সমীপে মিথ্যাপবাদ সপ্রমাণ করিয়া ঘোষালকে দূরীকরণ করিয়াছে বন্ধুর বিপদ শ্রবণ করিয়া মহৎলাল বিশাল দুঃখিত চিত্তে তৎকাল নরযানে গমন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ঘোষালের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, ঘোষাল দৃষ্টি মাত্র কহিলেন মিত্র মহাশয় আসুন আসুন, আমার অদ্য অত্যন্ত সৌভাগ্য, যেহেতু এ অধীনের আশ্রমে সুবিজ্ঞাগ্র গুণাগ্র গণ্যের গমন হইয়াছে ইত্যাদি অনেক সমাদর করিয়া প্রেমালিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক হস্ত ধারণ করত উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন, সিংহের প্রমুখাৎ তৎতীর্থ পর্য্যটনাদি বিবরণ শ্রবণ করিলেন এবং তৎপ্রতি আপন চিত্তোদ্বেগ বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত করিলেন সিংহ কহিলেন তৃতীয় দিবস হইল আমি গৃহে গমন করিয়া তোমার কর্ম্মচ্যুতের কথা শ্রবণাবধি যে পর্য্যন্ত মনোদুঃখী তাহা কহিতে সক্ষম নাহি অদ্য প্রাতঃকালে পরম্পারায় শুনিলাম রাজার কর্ম্মচারি সকলে শঠতা ক্রমে নৃপ সন্নিধানে তোমাকে মিথ্যা সাপরাধি করিয়াছে, শ্রুতমাত্র আইলাম বন্ধু,

তুমি অগ্রে অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছ শুনিলাম তুমি আত্ম স্বার্থ কারণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব কর্ম্মচারি গণের অপকার করিতা স্বক্ষমতায় রাজার নিকটে খ্যাতাপন্ন হইয়া সকলের অনেক মন্দ করিয়াছিলে সেই অধর্ম্মে তুমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছ. তাহারা মিথ্যা অখ্যাতি ঘটাইয়া অপকার করিয়াছে ঘোষাল প্রবল মনোদুঃখে রোদন মুখ হইয়া কহিলেন বন্ধু তুমি ধর্ম্মজ্ঞানী আমি জ্ঞান হীন ন্যায় ধর্ম্ম না বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়া সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই দোষ হেতু অকৃতাপরাধে অপমান গ্রস্ত ও অপদস্থ হইতে হইল এবং মিথ্যাপবাদ ঘটিল এ অন্তঃকরণের বেদনা যাবজ্জীবন যাইবার নহে, রাজ সভা ভুক্ত বেতন ভোগিগণ সকলেই আমার পরম শত্রু কেবল তুমি মাত্র আত্মীয় আছ এবং তুমি নৃপতিরো পরম প্রিয়পাত্র পাপিষ্ঠ গণের দুষ্টতায় আমার মিথ্যা অখ্যাতি হইয়াছে এ কুকর্ম্ম নৃপতির নিকটে জ্ঞাত করিয়া রাজ সন্নিধানে সে দুর্জন গণে যাহাতে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহা কর এবং তুমি মনোযোগ করিলে আমি রাজ সংসারে পূর্ব্বমত প্রস্তুত অবশ্যই হইব অত্র সন্দেহো নাস্তি সিংহ কহিলেন বন্ধু তুমি বুঝিতে পারিতেছ না অধ্যক্ষ সকলে ধর্ম্মাহ দ্বারা

এক ঐক্যতা হইয়াছে বহু জনে মিথ্যা কহিলে একের সত্য বাক্য অসত্য হইয়া অনেকের মিথ্যা বাক্য সত্য প্রামাণ্য হয় তাহাদিগের অখ্যাতি করিলে উল্টা বুঝ পত্তি হইয়া উঠিবে, অতএব যত্নের লোকঃ সএব ধর্ম্মঃ এই মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য আর তুমি এক বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন ও বৈষ্ণব বেশ ধারণ ও হরি গুণ সঙ্কীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবাচরণ কর বন্ধু তুমি চিন্তা করিও না এক মাসের মধ্যে উদ্যোগ দ্বারা সুমঙ্গলের সুযোগ করিব ঘোষাল আশা সিদ্ধির আশয় প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে সিংহ প্রতি অনেক বিনতি করিলেন সিংহ বন্ধুর বাস স্থানে স্নান ভোজনান্তে নিজালয়ে প্রত্যাগতি করিলেন পরে ঘোষাল এক উত্তম দিবসে কৃষ্ণনগর গ্রাম মধ্যে এক উত্তমা বাসে কৃষ্ণরায় নামক এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া গৃহি বৈষ্ণবাচরণে রত হইলেন মহৎলাল সিংহ এক দিবস প্রাতঃকালে নৃপালয়ের প্রধান ২ কর্ম্মচারি গণের প্রত্যেকের বাসায় স্বয়ং গমন করিয়া কহিলেন আমি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছি অতএব ভূরিভোজন করান আবশ্যক বিধায় অদ্য মমালয়ে তোমাদিগের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ সকলে মধ্যাহ্ন কালে গমন করিবেন তৎপরে সিংহ নানা ঘৃতপক্ক ও নানা

মিষ্টান্ন এবং ক্ষীর ছেনকাদি সুস্বাদু দ্রব্য সকল আয়োজন করিলেন নিমন্ত্রিত গণ যথাকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সিংহ ঐ সকলকে সমাদর পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া আচমনান্তে সেই সকলের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন তোমাদিগের প্রতি আমি এক কথা প্রশ্ন করি তাহার সদর্থ প্রত্যুত্তর করিবে কেহ যদ্যপি অপকার করে তাহার প্রত্যপকার করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয় কি না হয় তাহা বল, ইহা শ্রবণ করিয়া পরস্পর সকলেই কহিলেন এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বেদনা তুল্যহেতু উভয়েরি অধর্ম্ম হয় সিংহ কহিলেন আমি পরম্পরায় শুনিলাম বিপিনবেহারি ঘোষাল তোমাদিগের অহিত করণের উদ্যোগী ছিলেন তোমরা তৎপ্রতি লঘুপাপে গুরুদণ্ড প্রদান করাইয়াছ মিথ্যা অপবাদ দর্শাইয়া তাহাকে দূরীকরণ করাইয়াছ আপন ২ প্রয়াস পূর্ণ কারণ পরের সুখ সম্ভোগ নৈরাশ করাইয়াছ এ অপকর্ম্ম পরমেশ্বরের নিকটে অপ্রকাশ থাকিবার নহে সে উদাস ব্যক্তির হতাশার নিশ্বাস। নলে নিশ্বাস সর্ব্বনাশ হইবে অতএব মুক্তির দ্বার নৃপতির নিকটে সে ব্যক্তির সুখ্যাতি উক্তি করিয়া তাহাকে পুর্ব্বমত কর্ম্মে নিযুক্ত করা তোমাদিগের

অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মচারিগণ কহিলেন আমাদিগের
বাক্যে রাজা ঘোষালকে নিশ্চিত সাপরাধি জ্ঞানে
কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে অনাচারি কহি-
য়াছি এক্ষণে সদাচারী প্রচার করিলে বিচারকর্ত্তা
আমাদিগকে দুরাচারী জ্ঞানে নানা তিরস্কার করি-
বেন বিশেষতঃ ঘোষালের প্রতি যে অহিতাচরণ করি-
য়াছি সে অন্তঃকরণের স্বীয় বেদনা চিরস্মরণীয় হই-
য়াছে যদ্যপি ঘোষাল রাজকীয় স্বীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ হয়েন
তবে সকলে২ আমাদিগের যেযাক্ত সন্ধানে রত থা-
কিবেন সন্ধান পাইলেই সমুচিত শাস্তি প্রদান করি-
বেন যেহেতুক অন্তঃকরণ মতেক দুর্ম্মাদৃশ বিষাক্ত
সর্পকে পায়সাদি ভোজন করাইয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা
করিলেও সে সময় পাইলে অবশ্য দংশন করে তাদৃশ
ক্রুর ব্যক্তির উপকার করিলে প্রত্যুপকার দূরে থাকুক
অবশ্যই অপকার করে বিশেষতঃ মন্ত্রে ঔষধে সর্পের
বিষ ক্ষয় হয় খলের খলতা কোন ক্রমেই ক্ষয় হয় না
অতএব ঘোষাল রাজ সংসারে পুনরায় প্রধান কর্ম্ম
চারী হইলে আমরা তাহার কোপে কোন ক্রমেই
পরিত্রাণ পাইব না সিংহ কহিলেন তোমরা ভয়
করিও না, বিষাক্ত সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে
ঘোষালের মাৎসর্য্য ও গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে ঘোষাল

আর তোমাদিগের উপর বিরূপ হইবেন না ধর্ম্মের স্বরূপ কহিবেন আর তাঁহার প্রতি রাজার সম্মতি হইলে তোমরা সেকথায় সায় মাত্র দিবে তোমাদিগকে তাহার নিমিত্তে অগ্রে কহিতে হইবে না। কর্ম্মচারিগণ সে কথায় সম্মত হইলে পর পর দিবসে সকল সভাসদ সহ রাজা সভাস্থ হইলে পর মহৎকোল নৃপতি প্রতি কহিলেন মহারাজ বিবেচনা করুন রাজসংসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাধ্যক্ষ ভিন্ন সামান্য কর্ম্মচারিগণদ্বারা বৃহৎ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয় না অতএব এক ব্যক্তি বহু গুণান্বিত উপযুক্ত পাত্রকে প্রবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য. রাজা কহিলেন আমার মানস আছে বিপিনবেহারি ঘোষাল মহাপাত্র ও মাৎসর্য্য প্রকাশকারী এইজন্যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি তাহার ন্যায় কর্ম্ম নির্ব্বাহক কুত্রাপি প্রাপ্ত হইতেছি না সিংহ কহিলেন ঘোষাল পরম প্রাজ্ঞ তৎতুল্য যোগ্যপাত্র সুদুর্লভ সেই সুনীতিযুক্ত হিতকারক ব্যক্তিকে প্রবর্ত্ত করা উচিত যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন মহাশয় তাহার এক্ষণকার আচার ব্যবহার উত্তম বৈষ্ণবের ন্যায় হইয়াছে তৎপরে রাজা ঐ ঘোষালের বৈষ্ণবাচরণের প্রমাণ লইয়া তাহাকে রাজ কর্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারি পদে নিযুক্ত করিলেন।